Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

হাওড়

আফরোজা পারভীন

মধ্যদুপুরে রমনার নির্জন বেঞ্চে বসে ছিলো রফিক। বারবার ঘড়ি দেখছে সে। নিশির আসার কথা আধা-ঘণ্টা আগে। সাধারণত কখনো দেরি করে না নিশি। সময়ের ব্যাপারে সে খুবই পাংচুয়াল। বরাবর লেট করে রফিক। তাই তার নাম হয়ে গেছে লেট রফিক। নিশির সাথে শুধু নয়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করাতে সে বরাবরই পারদর্শী। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সাধারণত খাবার পায় না, পরীক্ষার হলে পৌঁছাবার আগেই খাতা বিলি হয়ে যায়, টিকিট কেটে ট্রেন ধরতে পারে এমন নজির কমই আছে। এসব পরিস্থিতিতে সে বন্ধু-বান্ধবদের বাস-ট্রেন ধরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে রাখে।

কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে সে বরাবরই চাপা। প্রেম একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, এটা বাজারের সওদা নয় যে, সবার কাছে ফলাও করে প্রচার করতে হবে। অন্তরের নিভৃতে এর জন্ম। নিভৃতেই এর বসবাস হওয়া কাম্য। রফিক নিশির চার বছরের ধুন্ধুমার প্রেমের কথা একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আসিফও জানে না। নিশিও অবশ্য এদিক দিয়ে খুবই সাবধানী। সে বলে, প্রেমের কথা ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলে বেড়াবার কি আছে, যখন বিয়ে হবে সবাই তো জানবেই। এসব বিষয় না জানানোই ভালো। ভেংচি দেয়ার লোকের তো অভাব নেই। নিশির চিন্তাভাবনা বরাবরই প্রাকটিক্যাল। তাই ওদের ভালোবাসার কথা জানেনি কেউ। একান্ত সংগোপনে বছরের পর বছর ওরা জল ঢালছে ভালোবাসার শিকড়ে। রফিক এখন নিশি ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। যদিও প্রতিদিনই দেরি করে আসে। আর বেচারা নিশিকে একা একা রমনার নির্জন বেঞ্চে বসে থাকতে হয়। অনেক সময় বসার জায়গাও পায় না। কি অস্বস্তিকর ব্যাপার। এ নিয়ে নিশির অভিযোগের অন্ত নেই। মাঝে মাঝে বলে, আচ্ছা তুমি কি ধরনের মানুষ বলতো। আমার জন্য তোমার কি চিন্তাভাবনা কিছু আছে? আমি একা একা এই পার্কে দাঁড়িয়ে থাকলে কতো রকমের অসুবিধা হয় তা কি জানো?

কি হয়?

আচ্ছা, তোমার কি আক্কেল বলে কিছু নেই। আবার প্রশ্ন করছ কি হয়! এতো রকম লোকজন যে ঘুরঘুর করে একা পেলে ওরা কি বলে আন্দাজ আছে। একা বেঞ্চে বসা দেখলে হাঁটতে হাঁটতে এসে পাশে বসে পড়ে। দুই

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

রকম লোক আছে বুঝেছ। এক রকম লোক নিজেরাই স
আর কিছু আছে দালাল। প্রথমে দূর থেকে দেখে। তারপর কাছে এসে রেকি করে যায়। এরপর সুযোগ বুঝে অফারটা জানিয়ে দেয়।

তোমাকে জানায় কেন? তোমাকে দেখে কি ওদের মতো মনে হয়?

আশ্চর্য ব্যাপার চেহারা দেখে কি আজকাল পরখ করা যায় কিছু। নাকি গায়ে লেখা আছে। অসময়ে এক নারীকে পার্কে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে প্রস্তাব তো করবেই।

ক্ষেপে উঠতো রফিক।

না এটা ওদের বড় অন্যায়। আর যাকে যা ইচ্ছে বলুক তোমাকে বলবে কেন। চেয়ে দেখতো কোথাও সেসব লোক আছে কিনা। আর তোমারও দোষ আছে। তুমি ওদের প্রস্তাব শোনো কেন। পাত্তা না দিলে কেউ কি প্রস্তাব দিতে পারে।

আরে বাপরে বাপ, এ যে দেখছি যতো দোষ নন্দ ঘোষ। দোষ করল যিনি এখন তিনিই দুষছেন। শোন বন্ধু তেলেসমাতি বহু করেছ, এবার শুনে রাখ। আর একদিন যদি দেরি হয় পত্রপাঠ বিদায় করে দেবো। তোমার জন্য নিজের মানসম্মান খোয়াতে পারবো না। তোমার নিরেট মাথায় তো কিছুই ঢোকে না। তাই আজ লজ্জার মাথা খেয়ে আসল ব্যাপারটা বলে দিলাম। মহিলাদের যে কী জ্বালা!

মহিলা না, রমণী। তা তোমাকে কি কেউ সরাসরি প্রস্তাব করেছিলো নাকি? নাকি অন্যদের দেখে বলছ?

না করলে কি বানিয়ে বলছি।

আহারে আমাকে যদি কেউ প্রস্তাবটা করতো! তা কি প্রস্তাব করেছিল, অফারটা কি ছিলো?

তুমি তো আচ্ছা অমানুষ, চরম বেঈমান। তোমার প্রেমিকাকে একজন একটা বাজে প্রস্তাব করেছে আর তুমি দাঁত কেলিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করছ অফারটা কি ছিলো। তোমার কি লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই?

ওটা তো মেয়েদের থাকে। অবলাদের।

এরপর লেগে যেতো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিশি বলতো, এই তোমাকে শেষবারের মতো বলে দিলাম আর যদি একদিন দেরি করে আস সেদিনই শেষ। সহ্য করতে করতে মাথায় উঠে গেছো।

এ আল্টিমেটাম তো এক মিনিট আগেও দিলে। ও যে বললে শেষবারের মতো বলছ। যাক আশ্বস্ত হলাম। শেষেরও তাহলে শেষ আছে। এ কথার পর রফিকের পিঠে দুমদুম করে কিল মারতো নিশি। আমি সেই বাড্ডা থেতে আসতে পারি আর উনি পুরানা পল্টন থেকে আসতে পারেন না। নিশি চেঁচাতেই থাকতো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি নিশির হাত ধরে ওকে বসাতো রফিক। পকেট থেকে রুমাল বের করে দিতো।

মুখটা মুছে ফেলো। ঘামছো তুমি। মেকআপ নষ্ট হয়ে যাবে। আর কেউ প্রস্তাব করবে না। রুমালের দিকে একবার চেয়ে ছুঁড়ে ফেলতো নিশি।

ছিঃ কি দুর্গন্ধ! বস্তির মানুষের রুমালও এর চেয়ে পরিষ্কার।

বস্তির লোকের রুমাল থাকে না নিশি।

আবার আমার সাথে লাগছ তুমি। রুমালটা পরিষ্কার করতে পারো না। আমি এখন যাবো।

এলেই তো এখন। যাব কি। বসো তো।

বসে নিশি। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তবে রফিক দেরি করে আসার কথা ভুলে না। মাঝে মাঝেই ফোঁস করে ওঠে। আমি আধা-ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি আর উনি দিবানিদ্রা দিচ্ছেন।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

নিশিকে রাগাতে বড় ভালো লাগে রফিকের। রাগলে নিশি আগুন বরণ ধারণ করে। ঘন ঘন ওঠা-নামা করে বুক। চোখের কিয়দাংশ লাল হয়ে পড়ে। অভিমানী প্রেমিকাকে তখন অপরূপা লাগে রফিকের। তাই ইচ্ছে করে নিশিকে রাগায় রফিক।

আচ্ছা নিশি এক কাজ করলে কেমন হয়– আমি যখন লেট রফিক তুমি এক কাজ করবে, আমার সিডিউল টাইমের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে আসবে তুমি। তাতে আমাকে কমপক্ষে পনের মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। চাই কি দুই-একটা অফারও পেয়ে যেতে পারি। এ ব্যবস্থায় তোমার আমার দু'জনেরই মঙ্গল।

রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলতো নিশি।

তুমি পারোও। আসলে এটাই করা উচিত। কিন্তু কি জানো আমি এটা পারবো না। গুণ বলো, দোষ বলো সময় মেইনটেন করা আমার স্বভাব। ১০টার ট্রেন ধরতে ১১টায় আসতে পারবো না। তুমি যেভাবে চলছ তাতে দেখা যাবে লেটের কারণে বিয়ে করতে আসতেই পারবে না।

আরে না, বড়জোর বিয়ের দিনের পরদিন আসব। কিন্তু আসব যে এটা নিশ্চিত।

এবার হো হো করে হেসে ওঠে নিশি। এভাবেই চলছে। রফিক ক্রমাগত লেট করছে আর নিশি অফার পেয়েই যাচ্ছে। রফিক বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছে, সে কিছুতেই লেট করবে না। এটা তার ইজ্জতের সাওয়াল। নিশিকে কেউ কিছু বলা মানেই তাকে বলা। তাছাড়া একা একা মেয়ে মানুষ পার্কে বসে থাকলে কতো ধরনের বিপদ হতে পারে। সে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। প্রতিজ্ঞা করে বটে; কিন্তু রাখতে পারে না রফিক। একটা জিনিস বোঝে না রফিক, সে সময় মেইনটেন করতে পারে না অথচ কাজের ব্যাপারে বড় সিনসিয়ার। এটা কিভাবে সম্ভব! একবার কাজে লেগে গেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। ফাঁকি কথাটা তার অভিধানে নেই। কমিটেড মানুষ। সময় ঠিক রাখতে না পারলেও ষোলআনা খাঁটি তার প্রেম। নিশিকে মনে মনে বহুবার ধন্যবাদ দিয়েছে তার সময়ানুবর্তিতার জন্য। মুখে বলেনি। মুখে বললে মাথায় চড়ে যাবে নিশ্চিত।

সেই নিশির আজ আধঘণ্টা লেট! অথচ আজকেই নিশিকে জরুরি দরকার। অনেক কথা বলার আছে নিশিকে। রাতের ট্রেন ধরেই রফিককে যেতে হবে সুনামগঞ্জ। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। অসিফকে বলে রেখেছে সময় মতো ট্রেন ধরিয়ে দেয়ার জন্য সুনামগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওর এলাকা জুড়ে তার কাজ। নিশি নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। চাকরি না জোগাড় করতে পারুক, একটা কাজ তো জুটেছে। পয়সা কড়িও মন্দ পাবে না। বেকার বসে চাকরির চেষ্টা করার চেয়ে কাজের মধ্যে থেকে চেষ্টা করা ভালো। এটা নিশ্চয়ই বুঝবে নিশি। নিশির মধ্যে খারাপ কিছু দেখে না রফিক। তবে একটা জিনিস মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। বড় বেশি বাস্তববাদী নিশি। আর বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে কঠোর পরিশ্রম আর মেধার গুণে এতোটা রাস্তা পেরিয়ে এসেছে নিশি। জীবনের বাস্তবতা তাকে বাস্তববাদী করে তুলেছে। যেটুকু হওয়ার কথা ছিলো না, পাবার কথা ছিলো না তা পেয়ে পাবার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। আকাঙ্ক্ষা হয়েছে আকাশচুম্বী। নিশির আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে প্রথম পদক্ষেপটি ফেলতে যাচ্ছে রফিক। এ খবর সবার আগে দেয়া দরকার নিশিকে। আজ তারা ব্যাপারটা সেলিব্রেট করবে। হাতে তেমন পয়সা নেই। তবুও নিশিকে নিয়ে কিছুটা ঘুরবে, হালকা কিছু খাবে বলে ঠিক করে এসেছে রফিক। কে জানে কবে ফিরতে পারবে সুনামগঞ্জ থেকে। এতোদিন নিশিকে ছেড়ে সে থাকবে কি করে! আশ্চর্য আজ নিশি এতো লেট! বরাবরই সে আগে আসে। আর খালি পেটে এই বেঞ্চটাতেই বসে বারবার ঘড়ির দিকে তাকায়। চোখে-মুখে ফুটে থাকে উৎকণ্ঠা। দূর থেকে তার উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে সংকুচিত হয়ে পড়ে রফিক। আজ উৎকণ্ঠায় ছেয়ে আছে রফিকের মুখ। নিশির কোন বিপদ হয়নি তো! যানজটও ওকে আটকাতে পারে না। বাস-টেম্পোতে চড়তে হয় ওকে। সময় হাতে নিয়েই বের হয় ও। কোনো অবস্থাতেই লেট হয় না। কি হলো নিশির! কোন অ্যাকসিডেন্ট নয়তো? ওদের বাড়িতে ফোনও নেই যে যোগাযোগ করবে। থাকে দূর সম্পর্কের এক মামার বাসায় অনেকটা আশ্রিতের মতো। সেখানে ওর অনেক কষ্ট! মাঝে মাঝেই বলে, তুমি একটা চাকরি পেলে বেঁচে যেতাম। এতো কষ্টের জীবন আমার ভালো লাগে না। তবে তোমাকে আগেভাগেই বলে রাখছি চাকরি-বাকরি আমাকে দিয়ে হবে না। আমি বসে বসে খাবো আর পেটে চর্বি

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

জমাবো।

তা কেন, বসে বসে খাবে আর বছর বছর মা হবে। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। জনবল দরকার আমাদের।

যা অসভ্য!

কি হলো নিশির। উৎকণ্ঠিত রফিক চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করে। দুশ্চিন্তায় প্যালপিটিশান শুরু হয়। নিশির কিছু হলে বাঁচবে না সে। ধুত্তুরি, ওদের বাসাটাও ভালো করে চেনে না রফিক। বাসায় কখনো নিয়ে যায়নি নিশি। ওর মামী নাকি একটুতেই সন্দেহ করে। তবে বাসার কাছাকাছি দু'একদিন নামিয়ে দিয়ে এসেছে। অবশ্য ওর মামার নাম জানে। খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

রফিক গেটের দিকে পা বাড়ায়। নিশির মামার বাসায় যাবে সে। নিশ্চয়ই নিশির কোনো বিপদ হয়েছে। ঠিক তখনই বিপরীত দিক থেকে নিশির চেনা শাড়ির আঁচল চোখে পড়ে। দ্রুত হেঁটে আসছে নিশি। এসে সরাসরি বেঞ্চে বসে।

কিভাবে যে এসেছি চিন্তা করতে পারবে না। ভাবিনি আসতে পারবো। মামী হঠাৎ করে এক পাত্র এনে হাজির। পারলে বিয়ে পড়িয়ে দেয়। ওরা যাওয়া মাত্র টুপ করে বেরিয়ে এসেছি। মামী দেখলে তুলকালাম করে ফেলতো।

না বলে চলে এলে তাতে তুলকালাম হবে না?

সে যা হয় হবে। আজ তাড়াতাড়ি ফিরবো। কি বলবে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।

তাড়াতাড়ি বলে ফেলো মানে? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে খালি জরুরি কথা বলার জন্যই যেন আমাদের দেখা করা। বড় নীরস মেয়ে তো তুমি!

তা নয়তো কি। আমরা কি ষোল বছরের কিশোর-কিশোরী নাকি যে অর্থহীন প্রেমের সংলাপ বলে যাবো। আর ড্যাব ড্যাব করে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকবো। পৃথিবী বিস্মৃত, বিমূঢ়, নিষ্পলক!

তুমি ষোল বছরের কিশোরী হবে কেন, ষাট বছরের বুড়ি। তা বৃদ্ধ বয়সে প্রেমের সাধ কেন? নিশির গা ঘেঁষে বসে রফিক। নাক টেনে লম্বা করে নিঃশ্বাস নেয়। জানো নিশি, তোমার শরীরের একটা নিজস্ব ঘ্রাণ আছে, কেমন যেন পাকা ধানের মতো মিষ্টি সোঁদা গন্ধ।

কেন আমি গ্রামের মেয়ে বলে কি আমার গা দিয়ে ধানের গন্ধ আসে নাকি?

আচ্ছা নিশি তুমি কি কখনো বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারো না। ভাবতে পারো না প্রেমিক-প্রেমিকা মাত্রই কিশোর-কিশোরী সে যে বয়সেরই হোক না কেন। তাদের একমাত্র কাজ পরস্পরে বিলীন হওয়া। নিশি আজ তোমার মামী যতোই তুলকালাম করুক না কেন, তোমার এখন ফেরা হবে না। এখন তুমি আমার সাথে ঘুরবে। তারপর একসাথে খাবো আমরা। শেষে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবো।

ওরে বাপরে বাপ মামী তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে না। এমনিতেই বিয়ের পাকা কথা না দেয়াতে আমার ওপর মহাখাপ্পা! নিশি তুমি যেন ওই লোকের কথা ভুলতেই পারছো না। আমি যতো প্রসঙ্গটা এড়াতে চাচ্ছি তুমি ততোই টেনে টেনে আনছো। তা তোমার মামীর আনা এই সুপাত্র করেন কি?

চাকরি-বাকরি তেমন কিছু করে না। পয়সাপাতি আছে বিস্তর। বয়সটা একটু বেশি এই যা।

পয়সা থাকলে বয়স একটু বেশি হওয়াতে কি আসে যায়। পাকা কথা দাওনি আবার না-ও তো করোনি। রাজি হয়ে যাও। তোমার তো বরাবরই পয়সার দিকে নজর।

হ্যাঁ, রাজি হবো ভাবছি। তোমার যখন চাকরি-বাকরি কিছু হলো না।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

তাহলে নিশি আমি এখন যাই। হনহন করে হাঁটতে থাকে

ওমনি মশায়ের রাগ হয়ে গেলো, ঠাট্টাও বোঝো না। বসো বসো। বললে আমাকে নিয়ে ঘুরবে, খাওয়াবে, তা উপলক্ষটা কি। চাকরি পেয়েছো?

চাকরি না একটা কাজ পেয়েছি সুনামগঞ্জ এলাকায়। একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যাচ্ছি হাওর এলাকায়। টার্গেট গ্রুপ হাওরের জেলে সম্প্রদায়। ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়ে গেছে। ওটাই এখন প্রজেক্ট এরিয়া।

চাকরি নয় কাজ, তাও সুনামগঞ্জের হাওরে। আর এজন্য আমাকে তুমি খাওয়াতে চাচ্ছ!

এক ফুঁৎকারে রফিকের সমস্ত আনন্দ নিভে যায়, গভীর বিষাদে ভরে যায় ওর মন। বিষাদের ভারী পর্দা দোলে আর দোলে। যে তার কাজকে স্বীকার করতে পারতো, আনন্দকে শেয়ার করতে পারতো সেই তার কাজকে ছোট করে দেখছে। বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে রফিক বলে,

তুমি এভাবে ভাবছো কেন বুঝতে পারছি না। কিছু না হওয়ার চেয়ে কিছু হওয়া কি ভালো না। এই কাজের মধ্যে থেকে একটা চাকরি যোগাড় করে নেবো। একটা প্লাটফর্ম তো হলো। তাছাড়া বেতন মন্দ না।

চাকরিই না তার আবার বেতন। ঢাকায় থেকে তুমি চাকরি যোগাড় করতে পারলে না, হাওরে বসে যোগাড় করবে। কি আশ্চর্যজনক কথা। বুঝে গেছি তোমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। কপালে আগুন লাগলো আমারও।

আজই আমাকে যেতে হবে। তুমি এভাবে বললে, এভাবে ভাবলে কি করে আমি যাবো বলো। ঠিক আছে তুমি না চাইলে যাবো না আমি। চলো একটু ঘুরে আসি। আজ তোমাকে নিয়ে ঘুরতে না পারলে, তোমার সান্নিধ্য না পেলে মারা যাবো আমি।

সরি, রফিক আজ আমি পারছিনে। বাসায় বলে আসিনি। আচ্ছা চলি।

হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে নিশি। রফিকের ইচ্ছে হয় ওকে ডেকে ফেরাতে, ইচ্ছে হয় বলে একান্তই যদি বসতে না পারো চলো তোমায় নামিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু কিছুই করে না, কিছুই বলে না। নিশি তার বিদায়ক্ষণে এমন ব্যবহার করে গেলো! একটাবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলো না সুনামগঞ্জে গিয়ে ও কোথায় থাকবে, কিভাবে থাকবে। একবার বললো না চিঠি লিখতে, শরীরের যত্ন নিতে। কেন এমন করলো নিশি! তার কাজটা কি এতোই ছোট। সে পুরুষ মানুষ। চ্যালেঞ্জিং কাজ করাই তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা। এখানে সে সুযোগ আছে। নিশি কোনো কথাই শুনলো না। রফিকের জন্য সাগর সমান হতাশা রেখে চলে গেলো।

বেঞ্চের ওপর বসে থাকে রফিক। আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা একবারেই শূন্য। এই শূন্যতার রাজ্যে কি ওকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলো নিশি। দরদর করে দু'চোখ থেকে পানি ঝরে রফিকের। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে রফিককে অবাক চোখে দেখে এক দেহপসারিণী। ওর চোখও ছলছলিয়ে ওঠে। দ্রুত সরে যায় সে। রফিক চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ায়। আসিফ ট্রেন ধরার জন্য তাগিদ দিতে এসে অবাক হয়ে দেখে রফিক একেবারেই তৈরি।

ব্যাপার কিরে দোস্ত, আজ যে সময়ের আগে পাংচুয়াল? লেট রফিকের কি নবজন্ম হলো?

কেন জানি না দোস্ত ঢাকা শহর আর আমাকে টানছে না। এ শহর ছাড়তে পারলে নির্বিঘ্নে নিঃশ্বাস নিতে পারি। চলি দোস্ত। ভালো থাকিস। উইস ইউ বেস্ট অফ লাক। রফিকের পিঠে হাত রাখে আসিফ। রফিকের চোখে আবারও পানি আসে। পেছনে না ফিরে দ্রুত বেরিয়ে যায়। গলির পানওয়ালার ডাকে ফিরে দাঁড়ায়।

চললেন স্যার। আসিফ স্যারে কইলো আপনার চাকরি হইছে। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

রফিক একটা সিগারেট নেয়। পয়সা দিতে যায়। পয়সা নেয় না দোকানি। হাসে। রফিক হাঁটে। খোদা

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

হাফেজ।

খোদা হাফেজ।

সবাই দোয়া করছে, শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। অথচ যার এতোটুকু খুশি মুখ দেখলে রফিকের সমস্ত দুঃখ, না পাওয়া মুহূর্তে প্রাণ পায়, সে রইলো মুখ ফিরিয়ে।

নিশি কেন এমন করলে তুমি। কেন একটু উদার হলে না!

কমলাপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে রফিক। এ ট্রেন যাবে সিলেট পর্যন্ত। হু হু করে ছুটছে ট্রেন। রফিকের অন্তরজুড়ে একটাই নাম, নিশি আমার নিশি। ভালো থেকো তুমি, সুখে থেকো। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো তোমার কাছে। যোগাড় করে নেবো তোমার মনমতো একটা চাকরি। ততোদিন তুমি শুধু অপেক্ষা করো। আর দোয়া করো যেখানে যাচ্ছি, যে কাজে যাচ্ছি তা যেন সফলতার সাথে করতে পারি।

দুই

গ্রামের সুনসান নির্জনতা এখন নেই। অথচ থাকবার কথা। শেষরাতে ঘুম বেশি হয়। বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষের চোখে ঘুম ঝেঁপে আসে। কিন্তু ঘুমাতে পারেনি মথুর, ঘুমায়নি ধলা, কার্তিক, গদা, বিজন। রাত জেগে মাছ ধরেছে ওরা। ক'দিন ধরে জালে মাছ ভালো পড়ছে না। মাছ কম পড়া মানে পেটে ভাত কম পড়া। তাই আজ সারারাত মাছ ধরেছে ওরা। প্রথম রাতে আকাশে কিছু তারা ছিলো। সে তারার আলোয় ছোট নৌকায় কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বেলে ছিপ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে ওরা। পাশাপাশি তিনটে নৌকায় ছয়জন লোক অথচ যেন মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। মাঝরাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছেয়ে ধরেছিলো চারদিক। শেষরাতের দিকে একটি, দু'টি করে তারা জেগে উঠেছিলো আকাশে। মেঘ সরে গিয়েছিলো। তখনো ঠাঁয় বসেছিলো মানুষগুলো। মাঝে মাঝে ছিপে টান পড়ছিলো। সুতা খুলে যাচ্ছিলো ছড়ছড় করে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিপ তুলে ফেলেছিলো মাছ শিকারিরা। জালও ফেলেছে ওরা নির্দিষ্ট কিছু চকে যেখানে মাছের ঝাঁক পড়ে। জায়গাগুলো সবার চেনা। চারও পেতেছিলো। যাকে বলে সবরকমের চেষ্টা করা। মাছ ভালোই পেয়েছে ওরা। মন তাই সবারই খোশ। অনেক রাতে গামছার খুট থেকে মুড়ি-গুড় বের করে চিবিয়ে ঢক ঢক করে পানি গিলে নিয়েছিলো ওরা। বিজন ছেলেটাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে হাত নেড়ে কাছে ডেকেছিলো মথুর। নিঃশব্দে কাছে এসেছিলো বিজন। মুঠোভরে ওর হাতে মুড়ি তুলে দিয়েছিলো। গুড়ের কিছুটা দিয়েছিলো চিবিয়ে ভেঙ্গে। ছেলেটাকে মথুরের খুব পছন্দ। বাপ-মা মরা ছেলে। আছে এক জ্যাঠার কাছে। জ্যাঠা ওকে বড্ড খাটায়। দিনরাত মাছ ধরে মথুর। মাছ বেঁচে পুরো টাকাটা তুলে দেয় জ্যাঠার হাতে। হাত খরচার দুটো-একটা টাকাও ওকে দেয় না জ্যাঠা। একদিন বিজনের খুব শখ হয়েছিলো তরতাজা পোনা মাছের ঝোল খেতে। দু'খানা মাছ নিয়ে গিয়েছিলো বাড়িতে। তা দেখে জেঠীর সেকি রাগ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলো,

বাপ-মারে খেয়ে মন ভরেনি। সাধ হয়েছে পোনা খাবার। খা, পোনা খা, তোর নিজের মাথা খা।

মাছ রেঁধেছিলো বটে; কিন্তু বিজনের পাতে তার সামান্যই পড়েছিলো। গালাগালির পুরোটাই খেতে হয়েছিলো বিজনকে। যারা মাছ খায় তারা গাল খায় না। নিজ হাতে তাদের মাছ ধরতেও হয় না। জেঠীর ছেলেমেয়েদের ভাগ্যকে সেদিন হিংসে হয়েছিলো বিজনের।

মাঝে মাঝে মথুরের কাছে নিজের কষ্টের কথা বলে বিজন। তবে ছেলেটা বড় পেট চাপা। খুব একটা বলে না। ওকে অনেক বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছে মথুর। বলেছে, তুই একা মানুষ। ওরা তোর কেউ না। আপনজন হলে তোকে কি এতো কষ্ট দিতো বল। রোজগারের টাকার পুরোটা ওদের হাতে দিবি না। জমা করে রাখবি। আর আসছে ফাল্গুনে একটা বিয়ে কর। বিয়ে হলে দেখবি দুনিয়াটা কতো সুখের, স্বর্গের মতো। তখন তোর শরীর-স্বাস্থ্যের দেখাশোনা, খোঁজ-খবর নেয়ার একটা লোক হবে। আজ না হয় একা আছিস, চিরদিন তো থাকবি

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

না। কি বলিস কানে কথা গেলো?

কথা বলে না বিজন। লজ্জায় মুখটা সিঁদুরে মেঘের মতো লাল হয়। সেদিকে তাকিয়ে স্বপ্ন বাসা বাঁধে মথুরের মনে। মেয়ে ইন্দুমতি বড় হয়েছে। বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। মেয়েটার রকম-সকম যেন কেমন। সারাক্ষণ ছটফট করে। তা দেখে গা ছমছম করে মথুরের। সেদিন তারামণিও বলছিলো, হ্যাগা ইন্দুর ভাবসাব যেন কেমন। কেমন যেন উড়াল উড়াল। ঘরে দু'দণ্ডও তিষ্টোতে চায় না। খালি ঘাটে যাওয়ার বায়না। এক পানি সাতবার আনতে চায়। সেদিন খেয়াল করে দেখলাম ঘড়ার পানি এদিক-ওদিক চেয়ে আলগোছে ঢেলে ফেললো। তারপর এসে আমাকে বললো খাওয়ার জল ফুরাইছে, নিয়ে আসি মা। আমি কিছু বললাম না। নজরে নজরে রাখছি ছুঁড়িকে। ভাবগতিক তেমন ভালো দেখছিনে। তুমি ওর একটা বিয়ের যোগাড় দেখো। সেয়ানা মেয়ে মানে আগুন নিয়ে বসবাস। গোখরো সাপ নিয়ে ঘর গেরস্থি। ভালয় ভালয় পার করো বাপু।

সেই থেকে বিজনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে মথুর। তারামণিকে বলেছে স্বপ্নের কথা। তারামণিরও বড় পছন্দ বিজনকে; কিন্তু ওর অবস্থা বড় খারাপ। আছে জ্যাঠার আশ্রয়ে। বিয়ে করে বউকে খাওয়াবে কি। তাতে ইন্দুমতির সাধ-আহ্লাদের বাড় বাড়তি। অল্পে মন ওঠে না। গায়ে বাসনা সাবান চাই, পরনে লাল ডুরে শাড়ি চাই। তাও আবার ক্ষারে কাঁচা হওয়া চাই, মুখভরা পান চাই, পা ভরা আলতা চাই, হাতভরা চুড়ি চাই। এতোসব বিজন জুটাবে কেমন করে। মথুর অবশ্য তারামণির এ চিন্তা এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। মেয়ে মানুষের যেমন বুদ্ধি। আরে পুরুষের শরীরটাই আসল। খাটবে খাবে। ভাবনা কি। আমারই বা কি ছিলো বিয়ের সময় বলো। তোমারে শাড়ি-গয়না দিতে পারিনি ঠিকই; কিন্তু না খাইয়ে তো রাখিনি। এ তো আর জমিদারি না যে বছর বছর বসে খাবে আর নিলামে উঠবে। যার কিছু নেই তার খোয়া যাওয়ার ভয় নেই।

স্বামীর জোরালো কথায় একমত হয়েছে তারামণি। সত্যিই তো স্বামী তো তাকে ভালোই রেখেছে। বাপের ঘরে একবেলা জুটলে আর একবেলা খাবার জুটতো না। সে তুলনায় এখন স্বর্গে আছে। তাছাড়া কৈবর্ত পরিবারে কার গায়েই বা গয়না আছে। মনে মনে সেও বিজনকে জামাই ঠিক করে রেখেছে। বাড়িতে যেদিন দুটো ভাম-মন্দ রান্না হয় স্বামীকে চুপিচুপি বলে,

হ্যাগা আজকে আসবার কালে বিজনকে সাথে নিয়ে এসো। দুটো ভাম-মন্দ রাঁধবো। একপাত খেয়ে যাবে। বেচারার মা নেই।

বিজন এলে তুলে রাখা কাঁসার ঘটিটা বের করে তারামণি। ঝকঝকে করে মাজে। ভাতের থালাটা হাতে দিয়ে ইন্দুকে পাঠায় সামনে; কিন্তু মেয়ের কি সেদিকে মন আছে! তুই এখন বড় হয়েছিস, বিয়ের যুগ্যি। তোর তো বোঝা উচিত কেন তোরে বারবার বিয়ের যুগ্যি ছেলের সামনে পাঠাই। বিজনের মন বুঝতে পেরেছে তারামণি। ও ঠারে ঠারে ইন্দুকে দেখে। দেখে যেন চোখ ফেরাতে পারে না, আশ মেটে না। ছেলের যখন পছন্দ আর ভাবনা কি। ইন্দুই দেখতে ময়লা, ছোট গোরী বেশ ফরসা। তাই তো ওর নাম গোরী। ওকে নিয়ে তেমন ভাবনা নেই। আজও তারামণি স্বামীকে বলেছে বিজনকে সাথে নিয়ে আসতে। যদিও তিনদিন ধরে জালে মাছ পড়ছে না। ঘরে টাকা আসছে না। তবু ভালোমন্দ রেঁধেছে তারামণি। আজ জামাইষষ্ঠী জামাই হয়নি তাতে কি! হবে তো। তাই মথুরকে বলেছে, আসার সময় বিজনকে সাথে নিয়ে এসো। দুটো খেয়ে যাবে।

পেটে ভাত নেই হঠাৎ! ব্যাপার কি?

আজ জামাইষষ্টি। তাই

জামাইষষ্টি তাতে কি? বলেই হো হো করে হেসে ওঠে মথুর।

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। আমার বউও যেমন। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। ঠিক আছে নিয়ে আসবো। তবে বউ আজ ফিরতে ফিরতে তো রাত ভোর হয়ে যাবে।

তা হোক।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

বিজনকে বাড়িতে যাওয়ার কথাটা বলা হয়নি। বিজন ক
বাড়তি কিছু পায়। বয়স গেছে বটে তবে বুঝতে ভুল হয় না মথুরের। যেমন বোঝে তারামণি। মথুর বিজনের পিঠে হাত রেখে বলে, তোর জন্য বড় কষ্ট হয় বাবা। তোর জেঠি কি গামছায় বেঁধে দুটো মুড়ি-গুড় দিতে পারে না। আর তোকেও বলি, ওরা না দিক তুইতো রুজি করিস। দুটো মুড়ি-গুড় কিনে নৌকায় উঠতে পারিসনে। যাকগে, শোন তোর কাকি যেতে বলেছে আমার সাথে। এক পাত খাবি।

কেন কাকা?

আজ জামাইষষ্টি। বলব না বলব না করেও বলে ফেলে মথুর। কি যেন বলতে যায় বিজন। পরক্ষণে টকটকে লাল হয়ে ওঠে ওর মুখ। মুড়ি চিবাতে চিবাতে বিষম খায়। মথুর তাড়াতাড়ি জলের ঘটি এগিয়ে দেয়। ঢকঢক করে জল খায় বিজন। তাতেও ঢেকুর কমে না। চোখে পানি এসে যায় বিজনের; কিন্তু মুখে হাসি। হাসি মথুরের মুখেও। ছেলেটা একেবারে পোলাপান। তার ইন্দুমতিও তো পোলাপান একটা। দু'টিতে মানাবে বেশ। আর ভাবার সময় পায় না মথুর। ছিপে টান পড়েছে। প্রাণপণে টানে মথুর। তাকে পেছন থেকে টানে বিজন।

হাই ভগবান বড় মাছ পড়েছে ছিপে। ছিপটা যেন ভেঙে না যায়, মাছ যেন ছুটে না যায়। মথুর টানে, তাকে টানে বিজন। পানিতে পড়তে উপক্রম দু'জন সর্বশক্তি দিয়ে টেনে তোলে ছিপ। ছিপের আগায় বিশাল এক টগটকে রুই। ছিপ খুলে ছুটে গিয়ে পড়ে হাওড়ের পাড়ে। মুখে উল্লাস ধ্বনি তুলে লাফ দেয় বিজন। গালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দড়ি বেঁধে ফেলে। তারপর ঝুড়ি চাপা দেয়। উৎফুল্ল মথুর বলে,

তোর কপাল বড় ভাল বাবা, তুই সাথে থাকলি বড় বড় মাছ ধরা পড়ে জালে। বড়শি গেলে বড় মাছ। এই দেখ না গত তিনদিন তুই আসিসনি আমার জালে চুনোপুঁটি ছাড়া কিছু পড়েনি। আর আসা বাদ দিস না বাছা।

বাদ তো দিইনাই কাকা। অসুখ হয়েছিল। হাড় কাঁপানো জ্বর। এক একবার এমন জ্বর হচ্ছিল মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে সারা শরীর জুড়ে। সেই গেল সনের ভূমিকম্পের মতো। তিনদিন তিনরাত কোন্ দিক দিয়ে যে পার হলো বুঝিনি।

হু হু, অসুখের আর দোষ কি। না শরীরের যত্ন, না মনের। এইতো বয়স এই বয়সে শরীরের যত্ন না হলি সারাডা জীবনের জন্যি শরীরের কাম শ্যাষ। সেই জন্যইতো বলি বাবা একখান বিয়ে কর।

বিজন হাসে। কিছু বলে না। মথুর চোখের সামনে আড় করে ডান হাত তুলে আকাশের দিকে তাকায়।

চল বাবা যাই। পুবাকাশ ফরসা হইছে। একটু পরেই সূর্য দেখা দেবে। চল যাই পথও তো কম না। তোর কাকী হয়তো জাইগে বসে রইছে। আর ইন্দুও হয়তো ঘুমাইনি।

বিজন নৌকা শক্ত করে খুঁটি পুঁতে বাঁধে। মথুর জাল ঝেড়ে কাঁধে তোলে। জালে লেগে আছে দু'চারটে কুচো মাছ ট্যাংরা-পুঁটি এসব। ট্যাংরা মাছ জাল থেকে ছাড়ানো বড় শক্ত। কাঁটা দিয়ে জালে আটকে বসে থাকে। অনেক সময় জাল ছিঁড়ে যায় মাছ খুলতে গিয়ে। সাবধানে মাছ ছাড়ায় মথুর, তারপর কাঁধে ফেলে। বড়শি দুগাছি হাতে তুলে নেয়। বিজন ঝুড়ি মাথায় নিয়ে নৌকা থেকে নামে। খালি পা দু'জনেরই। জেলেদের মধ্যে টায়ার কাটা স্যান্ডেলের খুব চল। নাম অক্ষয়। বিজনের আছে একজোড়া। কিন্তু জেলে মানুষ সে। স্যান্ডেল দিয়ে কি করবে। পরনের কাপড়ও মাটি কাদায় মাখামাখি। এ অবস্থায় ইন্দুর সামনে যাবে কি করে? মনে মনে সামান্য রাগ হয় বিজনের। মথুর কাকাটা যেন কেমন। আগে বললে ক্ষতি কি ছিল! চলতে চলতে গতি কমিয়ে আনে বিজন। বলে,

কাকা এতরাতে আর যাববো। সবাই ঘুমায় রইছে। কাল সকালে বরং যাবো।

নারে বাবা তোরে না নিয়ে গেলে তোর কাকি লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাবেনে। বার বার বলে দেছে। তাছাড়া সকালে সময় পাবি না। বাড়িতে যেয়ে দুটো খেয়ে দু'দণ্ড জিড়োয়ে দু'জনে চলে যাব বাজারে। সকাল সকাল মাছ বেচতি পারলি ভাল পয়সা আসবে হাতে। বাজারে মাছের চালান বেশি হওয়ার আগেই বেচে ফেলতি হবে ভাল দামে।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

হাতে পয়সা কড়ি নেই, বড় টানাটানি। বিজন কথা বলে কাপড়েই তাকে যেতে হবে ইন্দুর সামনে। মেয়েটা বড় সৌখিন আর যেন কেমন। ভাল করে তাকায় না তার দিকে। অবশ্য তার সয়সম্পত্তি কিছু নেই। কিন্তু এই গেরামে সবার অবস্থাইতো তার মতো। ইন্দুর বাবারও। ভাবতে ভাবতে মন খারাপ হয়ে যায় বিজনের। মার দু'গাছা রুপোর চুরি আর চওড়া একখান বিছে হার ছিল। বড় হিসেবি ছিল তার মা আর বড় সৌখিন। অভাবের সংসারে দু'চার পয়সা করে জমিয়ে গয়না ক'খানা বানিয়েছিল গায়ের নিতাই স্যাকরার কাছ থেকে। সে গয়না এখন জেঠির গলায়, জেঠির হাতে। গয়না ক'খানা পেয়ে ইন্দু নিশ্চয়ই তারে তুচ্ছ করতি পারতো না। এ গেরামে ক'জনেরই বা রুপোর গয়না আছে। পেতলের পয়সা গলিয়ে কোন কোন বউ ঝি দু'একগাছা চুড়ি বানিয়েছে। গয়নাগাটি আছে মহাজনের বাড়িতে, তাদের বউঝিদের শরীরে। তাদের কথা আলাদা। আর হয়তো কিছু আছে রমজান মায়মালের বাড়িতে। সে হালের বড়লোক। কিন্তু সে গয়না দেখা যায় না। কারণ তার বউ মরছে। ঘরে আছে সতালো বোন, অকালে বিধবা। গয়নাপাতি থাকলেও গায়ে দেয় না সে। এই অবস্থায় দু'গাছা রুপোর চুরি আর একছড়া হার যদি থাকতো ইন্দু নিশ্চয়ই তারে তুচ্ছ করতে পারত না। মনে মনে ঠিক করে বিজন কাকীর কাছে গয়নাগুলো চাইতে হবে।

কি এত ভাবতিছ বাবা। মথুর প্রশ্ন করে।

মথুরের প্রশ্ন যেন গ্রামের সুনশান নির্জনতা চিরে ফেলে। মনে হয় বোমা ফাটার মতো জোরালো আওয়াজ তোলে কথাগুলো। এখন ওরা গ্রামের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে নাক ডাকার শব্দ। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা গান। রাস্তার দু'ধারের বাঁশঝাঁড়ের পেছনে জোনাক জ্বলছে আর নিবছে। মথুরের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। উঠোনে দাঁড়িয়ে মথুর ডাকে

ইন্দু, মা জননী

ঝাঁপ খুলে যায়। তারামণি বেরিয়ে আসে হাতে নিভু নিভু কুপি। সারারাত কেরোসিন খুইয়ে ওর এখন শেষ অবস্থা। বিজনকে দেখে প্রসন্ন হয়ে ওঠে তারামণির মুখ।

আইছ বাবা। খুব ভাল করিছ। অনেকদিন আসো না এদিকে। কইরে ইন্দু এধারে দুখোন পিঁড়ে পাইতে দে। কি হলো তোরে কি মরার ঘুম পেয়ে বসল।

চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে আসে ইন্দু। কাপড় চোপড় অনেকটাই বেসামাল।

কি হলো এতো হল্লা করছ কেন। বিজনের দিকে চোখ যায়। কথা শেষ হয় না। কপালে একের পর এক কুঞ্চন রেখা পড়তে থাকে। সেদিকে খেয়াল করে না তারামণি।

কিরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন। ছেলেটা দাঁড়ায়ে রয়েছে। যা পেড়ে পেতে দে। আর শোন কুপিতে কেরোসিন নেই, খানিকটা কেরোসিন ঢেলে আন। আমি এদিকে হাত মুখ ধোয়ার জল দি। মাটি-কাদায় একেবারে মাখামাখি। এই নে কুপি।

তারামণির হাত থেকে কুপি নেয় ইন্দু। সাথে সাথে হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় কুপি। কাঁচের দোয়াতের অবশিষ্ট কোরোসিনটুকু ঢেলে পড়ে বারান্দার মাটি ভিজিয়ে দেয়। তারামণি সরোষে বলে ওঠে, কি অলুক্ষুণ মেয়েরে বাবা। যা তাড়াতাড়ি তেল আন।

আড়চোখে বিজনের দিকে তাকিয়ে চোখে আগুন নিয়ে দ্রুত চলে যায় ইন্দু। নিভন্ত কুপির মতোই দপ করে নিভে যায় বিজন। ইন্দু এমন করে কেন?

তিন

ঘরের দাওয়ায় বসে আছে রমজান মায়মাল। মন দিল বেশ খোশ তার। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই যেন

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

চারদিকে উথলে উঠছে। বউ মারা গেছে দু'বছরও পেরোয়
মাছের ব্যবসাও ফুলে-ফেঁপে উঠছে। কে যেন বলেছিল ভাগ্যবানের বৌ মরে। কথাটা মিথ্যে না। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে জলমহাল লিজ নিয়েছে। মানুষ দিয়ে মাছ ধরে। যা মজুরি দিতে হয় তার দ্বিগুণ থেকে যায়। রমজান ভেবে দেখেছে টাকা না, মগজটাই আসল। মগজ খেলাতে পারলে ঘরে টাকা আসে সুড়সুড় করে। আজকাল মাছ ধরতে নিজে যায় না রমজান। কেমন যেন মানি লোক মানি লোক হয়ে উঠেছে। তবে একবারে ছেড়েও দেয় না। পোষা লোককে বিশ্বাস কি! মাঝে মাঝে দেখাশুনা করার জন্য যায়। ছেলে শরীফকে সাথে নিতে চেয়েছিল, যায়নি। ভাবসাব যেন নবাবের ব্যাটা। দু'বার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করল। অথচ ভাব দেখে মনে হয় কতো বড় বিদ্বান। শহর ছেড়ে এসে গ্রামে মাস্তানি করছে। নাসির উদ্দিন বিড়ি ছেড়ে সিগারেট ধরেছে। ফুড় ৎ ফড় ৎ করে টানছে। আর পোশাক আশাকের কি বাহার! দেখলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় রমজানের। ওরে শহরে রেখে পড়ালেখা করাতে কি কম টাকা খরচা হয়েছে তার। দশহাত মাটি খুঁড়লে কি একটা ফুটো পয়সা বেরোয়। তাও যদি বাড়িতে এসে বাপের সম্পত্তি একটু দেখাশুনা করত। আরে বাপু আখেরে তো সবই তোর হবে। তা ভাবখানা এমন, বাপ আছে ভাবনা কি। তার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কাটাই যতোদিন কাটানো যায়। খাচ্ছে দাচ্ছে আর ঘুরঘুর করছে কৈবর্ত পাড়ায়। কী আছে ওখানে কে জানে। অকারণে ঘুরঘুর করার ছেলে শরীফ না। তারই তো রক্ত শরীফের গায়ে। শরীফের বয়সে সে শরীফের বাপ হয়ে গেছে। বৌ শরীফার বাপ ছিল ধনী মায়মাল। মেয়ের জন্য ভাল ভাল ঘর থেকে প্রস্তাব আসছিল। রমজানের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে তার বড় দায় পড়েছে; কিন্তু রমজানের নজর শরীফার উপরে যতোটা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল শরীফার বাপের ধানি জমির উপর। ঘরে সুন্দরী বউ আর মাঠে জমি এইত একজন পুরুষের পরিচয়। কিন্তু রমজান যে ফকিরা বাপের ফকিরা পোলা। বুদ্ধি খেলিয়ে সম্পত্তি বাড়াতে হলেও তো কিছু সম্পত্তির উপর ভিত রেখে তা করা চাই। রমজানের সেই ভিত শরীফার বাপের জমি। বুড়ো বাঁচবে না বেশিদিন। তাছাড়া শরীফা তার একমাত্র মেয়ে। টোপ ফেলে দেখেছিল শরীফার কাছে। বাঘিনীর মতো ফোঁস করে উঠেছিল শরীফা। তার আর উপায় কি। আপোসে কাজ না হলে বলপ্রয়োগ ছাড়া উপায় কি। একদিন পুকুরঘাট থেকে শরীফাকে তুলে এনেছিল রমজান। তিনরাত একনাগাড়ে ওলোট পালোট করার পর শরীফাকে বলেছিল, যা এবার বাপের কাছে ফিরে যা। শরীফা পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আপনি বিয়ে না করলে আমার মরা ছাড়া গতি নেই। রমজান তো এইই চেয়েছিল। শরীফা যে তার দুধ দেয়া গাই। বিয়ে হয়ে গেল। রমজান বউ নিয়ে উঠল শ্বশুর বাড়ি। আর বছর না ঘুরতেই শ্বশুর পরপারে যাবার পর সবই হল রমজানের সম্পত্তি। সেই সম্পত্তিতে মাথা খাটিয়ে রমজান আজ বিপুল বিত্তের মালিক। খোলা জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় সর্বত্রই মাছের রমরমা ব্যবসা তার। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতো আছেই। আর শুধু কি মাছ ধরা! জমি জিরেতের অভাব নেই। গ্রামের মানুষ নিদানকালে তার বাড়িতেই খাটে। জমি বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার নেয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সে জমির মালিক হয়ে যায় রমজান। খাওয়ার মানুষ অবশ্য নেই। বিধবা বোন আলতা এসে উঠেছে তার কাছে। সেই আগলে রেখেছে সংসারটাকে; কিন্তু আলতাকে কতদিন আগলাতে পারবে রমজান কে জানে। আলতার যদি কপাল খারাপ হয় তার তো কিছু করার নেই।

কামলা ছেলেটা হুক্কা ধরিয়ে গেছে। উড় ক উড় ক করে হুক্কায় টান দেয় রমজান। তেমন মৌতাত ওঠে না মনে, নেশা হয় না। বৌ শরীফা বড় সুন্দর হুক্কা সাজাতে পারত। তা সময় মতোই মরেছে বৌটা। হুক্কা যেমন তেমন সাজা হলেও খাওয়া চলে কিন্তু কাজ কামে সর্বদা নাক গলালে বড় অসুবিধা। সেটাই করতে শুরু করেছিল শরীফা। সুযোগ পেলেই নসিহত করতে শুরু করত। আপনার তো অনেক আছে। একটা মাত্র পোলা আমাদের। মানুষের জমাজমি ঠকায়ে নিয়ে লাভ কী! ছেড়ে দেন। ওতে মানুষের অভিশাপ লাগে। মানুষ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। দেখেন না পোলাটা আমাদের দিনদিন কেমন বেয়াড়া হচ্ছে। আল্লাহর দোহাই এসব ছাড়েন। মনে মনে জবর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল রমজান। তখনই চলে গেল। গেল তো গেল আপদ গেল। এখন ভাল মন্দ বলার কেউ নেই, নিশ্চিন্ত। গতরাতে নৌকায় গিয়েছিল রমজান। বড়শি পেতেছিল কৈবর্ত পাড়ার রতন আর কার্তিক। বছর দুয়েক ধরে রমজানের নৌকায় কাজ করছে ওরা। গুণ বড়শি পেতেছিল হাওড়ের মধ্যে দু'পাশে দুটো খুঁটি পেতে। লম্বা সুতোর ফাঁকে ছোট ছোট সুতো বেঁধে বড়শি ছাড়া হয়েছিল পানিতে হাজার খানেক। ক'দিন ধরে পাতছে। হাজার খানেক গজ লম্বা এ বড়শিতে মাছ পড়ছে মন্দ না। সকাল বেলা একধার

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

থেকে যখন বড়শি তুলতে থাকে, মন ভরে গিয়েছিল রমজা বড়শিতে। নৌকার কোলে রাখা তিন চারটে ড্যাগ বোঝাই হয়ে গেছে। তবে বড়শি ফেলার সময় মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল রমজানের। মাছের চার হিসেবে রাখা ব্যাঙ, কেঁচো, ছোট ইঁচা আর পুঁটি মাছগুলোর চেহারা বড় খারাপ। দেখেই যদি খেতে ইচ্ছে না করে মাছ মুখ দেবে কেন বড়শিতে। মানুষই পছন্দ না হলে জিনিস ছুঁয়ে দেখে না। রেগে উঠেছিল রমজান,

এই রতনা বসে বসে কি করিস। সারাদিন খালি বিড়ি ফুঁকিস নাকি। মাছের চারগুলোর কি দশা। এ চারে মাছ মুখও ছোঁয়াবে না। না তোরে ছাঁটাই করে দেব।

রতনের মুখ কালো হয়ে যায়। কর্তা এই চারই মাছ পছন্দ করে। তাছাড়া কর্তা আজকাল তাজা ব্যাঙ তেমন পাওয়া যায় না।

ও সব তাহলি মরা ব্যাঙ পাওয়া যায়! আমারে পোলাপান পাইছিস না। দেখাশুনা করি না বলে যেমন ইচ্ছে শুরু করেছিস। গজগজ করতে থাকে রমজান। কার্তিককে যদিও বলা হল না সেও ভয়ে চুপসে গেল। রমজানের বাড়িতে কাজ করার দাম আলাদা। তাছাড়া সারা বছরতো নৌকায় কাজ থাকে না। তখন রমজানের বাড়িতে বাঁধা কামলার কাজ করে। পেটের ভাতের চিন্তা করতে হয় না। এখন যদি রমজান তাদের ছাড়িয়ে দেয় কি উপায় হবে।

রাত শেষে মাছের চেহারা দেখে মন ভাল হয়ে উঠল রমজানের। আজকাল তাহলে ছেনা চটকা মরা ধরা জিনিসের দিকেই মাছের নজর। রমজানের দিকে তাকিয়ে মন বুঝে ফেলে রতন কার্তিক। তড়িঘড়ি মাছগুলো ছাড়িয়ে ড্যাগে পোরে।

কর্তা আজকে মাছের ভাল দাম পাবেন। কত মাছ পড়েছে বড়শিতে। আজ কয়দিন ধরে বাজারে মাছের আকাল। দাম চড়ে গেছে। আপনিই পয়া কর্তা। আপনি নৌকায় উঠলেন আর ডবল মাছ পড়ল বড়শিতে।

মনে মনে খুশি হলেও ক্ষেকিয়ে উঠল রমজান।

ওসব পাতানো কথা রাখ। এই কার্তিক অন্যদিন মাছ এতো কম পাস কেন। অর্ধেক বুঝি হাত সাফাই করে বাড়িতে চালান করিস?

না না কর্তা কি যে বলেন। আপনার মাছ বলে কথা। কার ঘাড়ে কয়টা মাথা।

অতোটা সাহস ওদের হবে বলে বিশ্বাস হয় না রমজানের। তবে বলাতো যায় না। আজকাল কাউরে বিশ্বাস করা যায়না। তাইতো মাঝে মাঝে দেখাশুনা করা দরকার। কিন্তু ছেলে শরীফকে দিয়ে সেটা হবার কোন উপায় নেই। মাছ বিক্রি করে ভাল পয়সা পেয়েছে রমজান। তাছাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির লিজ নেয়া জলমহাল থেকে প্রচুর পয়সা আসছে প্রতিদিন। রমজান আবার হুক্কায় মুখ রাখে। না, হুক্কা সাজাটাও শেখেনি এরা। হাঁক দেয় রমজান। কামলার বদলে সামনে এসে দাঁড়ায় শরীফ। পরনে চটকদার লুঙ্গি। গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবী।

আব্বা পাঁচশোটা টাকা দাও।

কেন বাপ, এত টাকা দিয়ে কি করবা? সেদিন না পাঁচশো নিলে?

অতো প্রশ্ন করোনাতো। আমার কিছু খরচা কি নেই?

তোমার খরচাতো বিড়ি-সিগারেট টানা আর ফূর্তিফার্তি করা। শোন বাপ বড় ইচ্ছে ছিল তোমারে লেখাপড়া শিখাবো। করলে না। তা এখন অন্তত বাপের জমি জিরেতগুলো দেখ।

চাচ্ছি পাঁচশ’ টাকা, দিলে দাও না দিলে না। অতো কথার সময় নেই।

বাপের কথা শোনার সময় তোমার থাকবে কেন। তোমার সময়তো কৈবর্ত পাড়ায় ঘুরঘুর করার। ওখানে কী

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

আছে বাপ? তাহলে তুমি দিবা না। আচ্ছা আমি চললাম।

দপদপিয়ে বেরিয়ে যায় শরীফ। বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আলতা।

যাসনে শরীফ দাঁড়া। কি ব্যাপার মিয়া ভাই, ও অতো রাগ করিছে কেন?

শরীফ ফিরে আসে।

তোমার হাড়কিপ্টে ভাই এর কাছে পাঁচশো টাকা চেয়েছিলাম। তা হাজারখান কথা। আমার মারে কবরে পাঠাইছে। জমিজিরেত যা আছে কবরে নিয়ে যাবে।

মিয়া ভাই ওরে টাকা দাও না কেন। দিয়ে দেও। ছেলে বড় হয়েছে, তার এটা ওটা খরচা লাগে।

চরম বিরক্তির সাথে টাকা বের করে দেয় রমজান। এই হয়েছে আর এক আপদ। এক আপদ বিদায় হয়েছে আর এক আপদ এসেছে। সারাদিন সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। আলতা বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে,

ছেলের ব্যাপারে এত কিপ্টেমি করা ঠিক না। একটাই তো ছেলে। তাছাড়া ওরে বিয়ে দেয়াও দরকার। সেদিকেও তোমার গা নেই।

ভেতর বাড়িতে পা রাখে আলতা। রমজান ডাকে, শোন আলতা। এখানে বস।

এখন বসব কি। ম্যালা কাজ পড়ে আছে। রান্ধার সময়।

থাক ওসব পড়ে। শোন কি ভাবলি? আরতো দেরি করা ঠিক না। মানুষরে বিশ্বাস কি। হয়তো সব নিজেদের নামে রেকর্ড টেকর্ড করায়ে নিচ্ছে। তখন কিন্তু বুক চাপড়ায়েও কুল পাবিনে। ছেলে নেই পুলে নেই, নিজের একটা ভবিষ্যৎ তো আছে।

আমার একটা পেট। কি আর আমার ভবিষ্যৎ বলো। ওসব হাঙ্গামা করতে পারব না।

হাঙ্গামা আর কি। তাছাড়া তোর কিইবা বয়স। ইচ্ছে করলি আবার বিয়েও করতি পারিস। টাকা পয়সা থাকলে ভাল ঘরে বিয়ে হবে বুঝেছিস।

তাতো বুঝলাম। কিন্তু মিয়াভাই বিয়ে আমি আর করবো না। কপালে সুখ থাকলে মাত্র ছয় বছরের মাথায় জলজ্যান্ত স্বামীটা মরতো না। একটা পোলাপানতো অন্তত থাকতো।

আমার সন্দেহ হয় তোর স্বামীর মরার পেছনে তোর ভাসুর-দেওরের হাত আছে। মাছ ধরতে গিয়ে মারা পড়ল। সাথে তো ওরাই ছিল। সবাই বাঁচে থাকল শুধু সে মরল কেন?

বড়শিতে নাকি হাঙ্গর পড়েছিল। বড়শির টানে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। অন্য হাঙ্গর এসে টেনে ছিঁড়ে খেয়েছে। হাওড়ে অমন হয় আকছার।

তোরও যেমন বুদ্ধি! বড়শিটা তোর স্বামীই বা টানতে গেল কেন। ওরা নিশ্চয়ই বলেছিল। দেখ এত অল্প বয়সে স্বামীহারা করল তোরে। তোরে বিধবা করল! তোর দিকে তাকালে আমার সহ্য হয় না। তুই মাত্র একটাই বোন আমার। রমজানের চোখ ছলছল করে। সেদিকে তাকিয়ে চোখে জল নামে আলতারও। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

তা তুমি এখন কি করতে বল?

আমি বলি কি তুই শ্বশুর বাড়ি যা। চাইলে আমিও সাথে যেতে পারি। তোর দেওর-ভাসুরকে বল তোর ভাগের জমিজমা ভাগ করে দিতে। দিতে চাইবে না। কিন্তু আমি সাথে থাকলে নাও করতে পারবে না। তারপর জমিজমা বিক্রি করে টাকা- পয়সা নিয়ে চলে আয়। এখানে তোরে জমিজমা কিনে দি। চাষবাস হোক। তার

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

পর দেখে শুনে তোরে একটা নিকে দিয়ে দেব।

শ্বশুরের ভিটে একেবারে ছেড়ে দিয়ে আসব। স্বামীর নিজ হাতে কেনা ভিটে বেচে দেব? তার দরকার কি। বরং ভাগাভাগি করে ওখানেই থাকি, চাষবাস করি। বর্গা দিয়ে দি। বছরান্তে গিয়ে পাওনা বুঝে নিয়ে আসব।

তোরও যেমন বুদ্ধি। আরে স্বামীর মৃত্যুর পর আর শ্বশুরের ভিটে কি রে। ওখানে সম্পত্তি রাখলে কি আর তা থাকবে। সেই ওদেরই মুঠির মধ্যে থাকবে। ও ভাগ করা আর না করা সমান।

তাও ঠিক। তা কবে যেতে বলছ মিয়া ভাই?

শুভ কাজে দেরি করে লাভ কি। চল যাই সামনের সপ্তাহেই।

ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ। মা দুই হলেও কোনদিন তা বুঝতে দাওনি আমায়। ঠিক আছে যাবার আয়োজন করো।

উৎফুল্ল মুখে রমজান বলে, তাহলে ঝামেলা সব মিটে গেল। তোরে নিয়েইতো আমার যতো চিন্তা। তা এখন এই হুক্কাটা ভাল করে সেজেদে তো। পাইকাররা আসবে ধান কিনতে। তোর শ্বশুরবাড়ি যেতেওতো হাতে কিছু পয়সা দরকার। কখন কি লাগে। ধান বেচে কিছু গোছগাছ করেনি।

চার

সুরমা নদীর তীর থেকে সাংহাইর হাওড়ের শুরু। এরপর ২২টা গ্রাম। এখানকার জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করে হাওড়। সাংহাইর হাওড়, শনির হাওড়, গলাকাটা হাওড় এমন অনেক হাওড়। হাওড়জুড়ে হাজার হাজার একর জমি। পাহাড়ী ঢলে সিজনের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। নামে কৃষিনির্ভর হলেও আসলে এ এলাকা প্রকৃতিনির্ভর। বছরের আটমাস থাকে পানির নিচে। বন্যা ঠেকানো গেলে ফসল বাঁচানো যেত। এই কাজেই এসেছে রফিক। সরেজমিন স্টাডি না করলে ফল কখনই ভাল হতে পারে না। বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব; কিন্তু তাতে জমির কি পরিমাণ ক্ষতি হবে এ সবই রফিকের স্টাডির বিষয়। এলাকার অধিকাংশ মানুষই জেলে। মাছ ধরাই জীবিকা নির্বাহের সহজ পথ। শুকনো মওসুমে জলমহাল, বিলে মাছ ধরে তারা। ভরা বর্ষাকালে নদীতো রয়েছেই। মূলত এরাই রফিকের স্টাডির টার্গেট গ্রুপ। কন্ট্রোলের ডাইরেক্ট প্রভাব তাদের উপর পড়বে কিনা, প্রফেশন ডাইভার্ট করতে বাধ্য হবে কিনা এটা দেখতে হবে সবার আগে। বাঁধ যদি টার্গেট গ্রুপকে লাভবান না করে তবে এ কার্যক্রম অর্থহীন। সার্ভে হল, টেকনিক্যালি ভায়াবল হল, পরবর্তীতে ফিজিবিলিটি স্টাডিও হল। এখন ফলোআপ স্টাডিতে এসেছে রফিক। সে ভাবছে কন্ট্রোলের ডাইরেক্ট প্রভাব জেলেদের উপর পড়বে কিনা। কাজ করতে গিয়ে দেখেছে ম্যাপ উল্টাপাল্টা। ধনী লোকের দশ কাঠা জমি সেফ করতে গিয়ে ক্ষুদ্র কৃষকের হাজার হাজার জমি চলে গেছে। আবার ধনী লোকের এলাকা বাঁধের মধ্যে ফেলার জন্য বাঁধের নক্সা অনেক ঘুরিয়ে নেয়া হয়েছে। আসলে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমটা যেন দিনে দিনে উবে যাচ্ছে। নিজেকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে চায় না মানুষ। মন খারাপ হয় রফিকের। এখানে আসার সময় সে নোয়াখালীতে গিয়ে দেখা করেছিল ডানিডার পিসি জর্জের সাথে। ভদ্রলোক ফিশিং লাইনে এক্সপার্ট। রফিকের সাথে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ। তিনি এখনও বিশ্বাস করেন মাছ ভাতে বাঙালি। তাই বাঙালিকে মাছ আর ভাত দুটোই দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে একসাথে। বিদেশী এই বৃদ্ধের আবেগ দেখে অভিভূত হয়েছিল রফিক। বৃদ্ধ রফিকের সাথে উষ্ণ করদর্শন করেছিলেন। পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। এদেশে থাকতে থাকতে পিঠ চাপড়ানোটা ভালই রপ্ত করেছেন তিনি। দারুণ অনুপ্রাণিত হয়েছিল রফিক। না দিক প্রেমিকা তাকে স্বীকৃতি, বিদেশী একজন মানুষতো তাকে স্বীকৃতি দিল। থাক নিশি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজের জগতে। রফিক পড়ে থাকবে এখানে এই গরীব জেলেদের মধ্যে। তাদের ভাগ্য ফেরাবার জন্য কাজ করবে। তারপর যদি কখনও নিশির তাকে মনে পড়ে, তাকে ডাকে সেদিন বিন্দুমাত্র দেরি না করে ফিরে যাবে নিশির কাছে। নিশিই তো তার ছকবাঁধা জীবনে একটিমাত্র নিশিপদ্ম, তার জীবন কাগজে রক্তের আখরে লেখা একটিমাত্র নাম।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

সবক'টি গ্রাম ঘুরে হাসনহাটিতে এসে জায়গা নিল রফিক অনেকগুলো গ্রামে যাওয়া যায়। পূর্ণ বর্ষার সময় দু'পাশের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মাঝে ঢিবির মতো জেগে থাকে গ্রামগুলো। সুরমা আর হাওড় দুটোর ঢেউই তখন তুঙ্গে। থাকার কোন সুবিধামতো জায়গা জোটাতে না পেরে স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টারের শরণাপন্ন হল রফিক। উদ্দেশ্য বর্ণনা করেও অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল না। তবে রফিকের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। সেই সময় স্কুলে এসে উপস্থিত থানার এক দারোগা। নতুন লোক দেখে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল রফিককে। তবে দু'একটি কথার পর দারোগা বলল, আপনি স্যার এ এলাকার উন্নয়ন করতে এসেছেন, আপনাকে দেখাশোনা করা আমাদের দায়িত্ব। তা বলেন স্যার কি উপকার করতে পারি আপনার। ও ভাল কথা, কোথায় উঠেছেন স্যার?

দারোগা স্যার বলাতে হেড মাস্টারের আক্কেল গুড় ম। এলাকার জনজীবন যেমন নিয়ন্ত্রণ করে হাওড় তেমনই নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। পুলিশের সাথে যাদের খাতির আছে তারাই এলাকার মা-বাপ। সেই পুলিশ এই অল্প বয়সী ছোকরাটাকে স্যার বলছে। এর মাজেজাটা কি? রফিক মুখ খোলার আগেই কথা বলে ওঠে হেডমাস্টার। না জানি কি বেফাঁস কথা বলে বসে ছোকরা। তাতে না জানি কতোটা নাখোশ হয় দারোগা সাহেব। না, আর যাই হোক দারোগাকে চটানো যাবে না। উনি এসেছিলেন আমার কাছে থাকার জায়গার ব্যবস্থার জন্য। তা এলাকায় ডাকবাংলো নেই, কারো বাড়িতে থাকার মতো একটা বাড়তি ঘরও নেই। আর সবার বাড়িতে উনি থাকতেও পারবেন না। তাই ভেবেচিন্তে আমি স্কুল ঘরে ওনার থাকার ব্যবস্থা করেছি। ভাল করিনি দারোগা সাহেব? মাস্টারের কথা শুনে রফিক রীতিমতো অবাক। এইমাত্র উনি সাফ সাফ বলে দিলেন থাকার কোন জায়গা নেই। যাহোক, দারোগার অছিলায় একটা থাকার জায়গা জুটে গেল এটাই বড় কথা। খুব ভাল করেছেন। আপনি সঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন স্যার। এ এলাকায় হেডমাস্টার সাহেবের মতো কাজের লোক দুটো নেই। সব ধরনের কাজে এক্সপার্ট উনি। সাধারণ মাস্টার বলতে যা বোঝায় উনি তা না। দারোগার ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় মনে মনে খুবই বিরক্ত হলেন মাস্টার। শালা পুলিশ কিনা মাস্টারের স্টুল ধরে। কলিকালে আরো কতো কি দেখতে হবে। কিন্তু মুখে সে বিরক্তি প্রকাশ করা যায় না। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। ছত্রিশতো দূরের কথা, এক ঘাও খেতে চায় না মাস্টার। তাই যেন দারোগা তার কতো প্রশংসা করছে এমনভাবে গলে গিয়ে বলল, কি যে বলেন দারোগা সাহেব, আপনারাইতো বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের। নইলে হাওড়ে র যা পরিস্থিতি! বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে কি আর বাস করা যায়।

তা বেশতো, বাস করছেন তিন-তিনখান বউ নিয়ে। যাক সেসব কথা। স্যারের জিনিসপত্রগুলো নেয়ার ব্যবস্থা করুন আর চলুন আমি স্যারকে নিজেই স্কুল ঘরে পৌঁছে দিই। দেখি কোথায় ওনার থাকার ব্যবস্থা করেছেন। হাঁটতে শুরু করে মাস্টার। বলে এতোদিনে স্যার একটা কাজের মতো কাজ করতে এসেছেন আপনি। এলাকার জেলেদের দিকে চাইলে চোখে পানি আসে। আমি মাস্টার মানুষ এমনিতেই মন-দিল নরম। তারপর ওদের কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারিনে। বউ বলে কিগো মুখে ভাত নিয়ে বসে রইলে যে গৌতম বুদ্ধের মতো? দারোগা হাসতে হাসতে বলে, তা আপনার কোন বউ বলে, প্রথম, দ্বিতীয় না তৃতীয়? কি যে বলেন স্যার। আপনি বড় রসিক মানুষ। তা যা বলছিলাম স্যার। একদিকে হাওড়ের পানি, অন্যদিকে পাহাড়ী ঢল, তার উপর ভারত থেকে আসা পানি– কি থাকে বলেন। তার মধ্যে আছে কারেন্ট জাল। এতো যে বলা হচ্ছে কারেন্ট জাল ব্যবহার করো না, ব্যবহার করো না, শুনছে না কেউ।

আপনারই নাকি গোটা বিশেক কারেন্ট জাল আছে? তা দিয়ে ডিম পর্যন্ত তুলে ফেলেন? সেই খোঁজ নিতেই তো এসেছিলাম। তা স্যারকে দেখে আসল কাজটাই খেয়াল নেই।

কি যে বলেন স্যার, আমি ব্যবহার করবো কারেন্ট জাল! তাও কি কখনও হয়। আমি মাস্টার মানুষ না। আমাকে দেখে ছাত্ররা শিখবে। তাহলেতো মাস্টার সাহেব আপনার সব ছাত্র কমপক্ষে তিনটা বিয়ে করবে। মাস্টারকে দেখে ওরা শেখে আপনিই বললেন। আবার যা-তা মাস্টার না, হেডমাস্টার।

আপনি বারবার তিন স্ত্রীর কথা বলছেন স্যার। আমি জানি স্যার আপনি রসিক মানুষ। ঠাট্টা করতে ভালবাসেন। তবু স্যার বলি, এর একটা কারণও আছে।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

কি সেটা? রফিকের কণ্ঠে কৌতূহল। স্যার যদি বেয়াদবি
হেডমাস্টার রফিককেও স্যার বলতে শুরু করেছেন। ছিঃ ছিঃ আপনি আমাকে স্যার বলছেন কেন। আপনি শিক্ষক মানুষ, আমার পরম শ্রদ্ধেয়।

আহা কি বিনয়, কি আদব লেহাজ! এই না হলে ভাল মানুষের সন্তান। যাক যা বলছিলাম, সেই তিন স্ত্রী সম্পর্কে। বলব দারোগা সাহেব?

হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। মেয়ে মানুষের শরীর খারাপ হয় জানেন তো। ওই যে মাসে মাসে যেটা হয়। তাও সময় যাতে কোন অবস্থাতেই স্বামীর কোন সমস্যা না হয় তাই এই ব্যবস্থা। একসাথে তো তিনজনের শরীর খারাপ হতে পারে না।

অবাক হয়ে রফিক বলল, বাঃ বেশ চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু স্বামীর যদি শরীর খারাপ হয় স্ত্রীর জন্য কি ব্যবস্থা। অনেক স্বামীরতো কঠিন কঠিন অসুখ রয়েছে। কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর তাকে দিয়ে চলে না। সেই স্ত্রীদের জন্য কি ব্যবস্থা। ধরেন আপনার যদি কোন কারণে বড়সড় একটা অসুখ হতো আপনার তিন-তিনখানা স্ত্রীর কি হতো?

কি যে বলেন আপনি। মেয়ে মানুষের জন্য আবার কি। ওদের জন্যইতো পুরুষের জন্ম।

হো হো করে হেসে উঠল দারোগা। ওরা পৌঁছে গেছে স্কুল ঘরে। একটা রুম ঝাড়পোছ করে বসবাসের যোগ্য করা হল।

রফিক বলল, দারোগা সাহেব, আমার কাজের জন্য একজন লোক দরকার। সে আমার সাথে সাথে থাকবে। তাকে আমার পিয়নও বলতে পারেন, গাইডও বলতে পারেন।

কিন্তু এখানে লোক পাওয়া খুবই শক্ত। সুনামগঞ্জের লোকের জাত্যাভিমান বড় বেশি। তারা নিজেদের দেশী মানে নিজ জেলার লোক ছাড়া অন্য কারো কাছে কাজ করে না।

আমি ভাল বেতন দেব।

মাস্টার সাহেব স্যারের জন্য আজই একটা লোকের ব্যবস্থা করবেন। এ কাজটা আপনাকে আমি দিয়ে গেলাম। আপনি ভাববেন না। নিশ্চিন্তে চলে যান। ব্যবস্থা আজই হয়ে যাবে।

সত্যিই বিকালের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে গেল। রহমত কাজে এসে প্রথমেই জানিয়ে দিল তার চোদ্দ পুরুষের কেউ কখনও বিদেশীর কাছে কাজ করেনি। অনেক বড় বংশের পোলা সে। নেহাত জমিজমা হাতছাড়া হওয়ায় এখন তারা গরীব। গায়-গতরে খেটে খাওয়ায় দোষ নেই। কিন্তু দোষ আছে বিদেশী মানুষের কাছে চাকরের কাজ করায়। তারা না খেয়ে মারা যাবে কিন্তু কখনও তা করবে না। রহমত এখানে কাজ করতে এসছে মাস্টার সাহেবের কথায়। স্যার বলল চাকরের কাজ না। পিয়নের চাকরি। সাহেবের সাথে সাথে থাকবি। অফিসে আদালতে যেমন পিয়ন থাকে এও তেমন। তাছাড়া স্যার আরো বলল, আপনি আমাদের মতো গরীব মানুষের উপকার করার জন্য এ এলাকায় এসেছেন। তাই ভাবলাম আপনার খেদমত করা দরকার। তাই রাজি হয়ে গেলাম। স্যার, আপনি কি রাজনীতি করেন? কোন দল স্যার? আপনি কি ভোটে দাঁড়াবেন?

আরে না না, ভোটে দাঁড়াতে যাবো কেন। তাছাড়া ভোটে দাঁড়ালেতো যাবো নিজের এলাকায়। তোমাদের এলাকায় আসব কেন?

কিন্তু স্যার ভোটে দাঁড়াবার মতলব থাকলেই লোকে দেশের কাজ করার ভাব দেখায়। তারপর ভোটে জিতে সব রাতারাতি ভুলে যায়। স্যার আপনি যদি ভোটে না দাঁড়ান তাহলে কেন এই অজগাঁয়ে এসেছেন কাজ করার জন্য?

ও তুমি বুঝবে না।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

কেন বুঝব না। আপনি কি আমাকে গোমূর্খ মনে করেন। যায় না।

আরে না না তা না। তুমি বুঝবে না তো বুঝবে কে। আমি মাস্টার সাহেবকে বলেছিলাম গ্রামের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলেটাকে আমার পিয়ন হিসাবে পছন্দ করবেন। তিনি তোমাকেই পছন্দ করেছেন। তখনই বুঝেছি তুমি এলাকার সেরা বুদ্ধিমান। আসল কথা হচ্ছে এই দেশের সেবা করা, উন্নতির চেষ্টা করাটা আমার চাকরি। আমি এই চাকরি নিয়ে এখানে এসেছি।

সেতো সবারই উচিত দেশের কাজ করা। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা। কিন্তু স্যার কেউ তা করে না। যাকগে স্যার, আপনি মানুষের উপকার করার চেষ্টা করছেন, আপনার সেই ইচ্ছে আছে এ জন্যই আমি মন দিয়ে আপনার কাজ করব। তা স্যার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি?

দুটো ভাত আর ডাল রেঁধে ফেল। রাঁধতে জানো তো।

যা জানি পুরুষ মানুষের তাতে চলে। কিন্তু স্যার চাল-ডাল তো দেখলাম না।

আমি কি ডাল-চাল সাথে নিয়ে ঘুরছি নাকি। এই নাও টাকা। দোকান থেকে কিনে আনো। দোকান কতো দূরে?

দোকান কোথায় পাবো স্যার। এখানে কোন দোকান-টোকান নেই। তবে দু-একটা বাড়িতে টুকটাক জিনিস কিছু বিক্রি হয়। সেখানেই যাচ্ছি। স্যার, সাথে কিছু চিড়ে-মুড়ি-গুড় এনে রাখি।

যা যা দরকার মনে করো আনো, এই নাও টাকা।

অল্প সময়ের মধ্যেই রেঁধে ফেলল রহমত। খুশি হল রফিক। এই বিদেশ বিভূঁয়ে বৈরী পরিবেশে ছেলেটাকে পেয়ে খুব ভাল হয়েছে। কথা বলার জন্যও তো একটা মানুষ দরকার। খাওয়া-দাওয়ার পর স্কুল ঘরটা দেখল রফিক। জরাজীর্ণ অবস্থা, কতোদিন বুঝি সংস্কার হয়নি। এলাকাবাসীর এ স্কুলের দিকে নজর আছে বলে মনে হয় না। রফিক মনে মনে ঠিক করল পরদিন এলাকার প্রভাবশালী লোকজন, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে কথা বলবে। তাছাড়া ওদের সহযোগিতা ছাড়া এই প্রত্যন্ত হাওড় এলাকায় কাজ করাও সম্ভব না। ওদের সহযোগিতা তার কাজটাকে অনেকটা সহজ করে দিতে পারে। রফিক স্কুল ঘরের কোথাও বাথরুম, ল্যাট্রিন না দেখে অবাক হল। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাকৃতিক কাজ সারে কিভাবে? হঠাৎ তার নজর গেল স্কুলের পেছন দিকে। হাওড়ের কোল-ঘেঁষা স্কুল। হাওড় থেকে খুঁটি পুতে সেই খুঁটির উপর চট দিয়ে ঘিরে পাশাপাশি বানানো হয়েছে দুটো পায়খানা। অথচ এই হাওড়ের পানি দিয়ে এলাকাবাসী গোসল, রান্না, থালাবাটি ধোয়া সবই করে। রফিককে ওখানে দাঁড়ানো দেখে পাশে এসে দাঁড়ায় রহমত।

স্যার কি আমাদের এই টাট্টিগুলো দেখে অবাক হলেন। আমাদের এখানে সব টাট্টিই এমন। খুবই ভাল ব্যবস্থা। সবকিছু সরাসরি হাওরের পানিতে পড়ে ভেসে যায়।

রফিক রহমতের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আর আলাপ না করে বলল, চল আমাকে গ্রামটা ঘুরে দেখাবে। রাস্তায় যাদের সাথে দেখা হল তাদের প্রত্যেককেই সাড়ম্বরে রফিকের পরিচয় দিতে থাকে রহমত। রফিক যে আল্লাহর রহমত নিয়ে এসেছে তাদের ত্রাণ করার জন্য তা জানতে আর কারো বাকি রইল না। রফিক যতো বারণ করে রহমত ততোই বেশি করে বলতে থাকে। হঠাৎ হাসতে শুরু করে রহমত। হাসছে তো হাসছেই। হাসি আর থামতেই চায় না। রফিক কোন কারণ খুঁজে পায় না। প্রশ্ন না করেও উত্তর পায় না। রহমত হাসিতে ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে যেন। ঠিক এই সময় সামনে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে এলো এক লোক। রফিকের দিকে ফিরেও তাকালো না। ওপাশ দিয়ে যাবার সময় রহমত হাসতে হাসতে দু'বার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ডেকে উঠল, ল্যাম, ল্যাম।

পাঁচ

বড় চিন্তায় আছে তারামনি। মেয়েটাকে যেন ঘরে ধরে রাখাই দায়। একটু পর পর ঘাটে যাবার বায়না। গোসল

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

করতে ঘাটে যাচ্ছে, পানি আনতে ঘাটে যাচ্ছে, বাসন ধু
কোন পুকুর নেই। তারামনি বলে, তোর ঘাটে গিয়ে কাজ নেই, সোমত্থ মেয়ে। গোরী কাজকাম সব করে দেবে। তুই ঘরের কাজ কর। দুদিন পর বিয়ে-থা হবে। তখনতো ঘরের কাজ তোকেই সব সামলাতে হবে। আর যদি দজ্জাল একখানা শাশুড়ী জোটে তবেতো রক্ষা নেই। এখনই সব ভাল করে শিখে নে।

হাসে তারামনি। ভাবে এ কথায় মেয়ে নিশ্চয়ই লজ্জায় নেয়ে উঠবে। বিয়ের কথায় লজ্জা না পায় কোন মেয়ে। কিন্তু ঘটনা ঘটে একেবারে উল্টো। ফোঁস করে ওঠে তারামনি।

শ্বশুরঘর করার জন্য কৈবর্ত পরিবারের মেয়েদের ট্রেনিং-এর দরকার হয় না। জন্মের পর থেকে কাজ করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেল। তুমি আমাকে বাইরে যেতে দিতে চাও না, ঘরে আটকে রাখতে চাও সেটাই বলো। কিন্তু তা হবে না মা। আমি দিনরাত ঘরে বসে থাকতে পারব না। তুমি যা বলো আর নাই বলো। এই আমি চললাম।

কাঁধে কলসি নিয়ে হাঁটতে থাকে ইন্দু। অবাক হয়ে যায় তারামনি। তার মেয়ে এত কঠিন কঠিন কথা শিখল কি করে। সেতো কোনদিন পাঠশালাতেও যায়নি। মায়ের মুখের উপর ঠাস ঠাস কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারামনি বেশ বুঝেছেও মেয়েকে আগলে রাখতে পারবে না সে। মথুরটা যে কি করছে। কতবার তাকে বলেছে তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ের জোগাড় করতে। পাত্র যখন মনে মনে পছন্দ করাই আছে দেরির দরকার কি। আজ মথুরের সাথে একচোট হবে তারামনির। হয় সে আজই বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করবে, না হলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে তারামনি। বয়স্ক মেয়ে নিয়ে কখন কি বিপদ ঘটে তার নেই ঠিক। গরীব বলে কি তাদের মান-ইজ্জতও নেই। গরীবের মান বড় সহজে যায়। বড়লোকের মান হাজার অপবাদেও যায় না– একথা মা বলতেন। এ কথার চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

তারামনির মনে শতেক ভাবনা তোলপাড় করে। সে কিছুতেই সুস্থির হতে পারে না। মেয়ে গোরীকে ডেকে বলে, তুই চুপিচুপি দিদির পেছন পেছন যা। সাবধান, ও যেন বুঝতে না পারে। কোথায় যায়, কি করে দেখে এসে চুপটি করে বলবি আমায়। তবে ঠারে-ঠোরে যাস। বুঝতে যেন না পারে।

বেশ মজার একটা কাজ পেয়ে দৌড় দেয় গোরী। দিদির মাত্র দু'বছরের ছোট সে। তার বয়সও দৌদ্দ পেরিয়েছে। দিদিকে নিয়ে মায়ের কিসের ভয় আর দিদির রকমসকম সবই সে বুঝতে পারে। নিশ্চয়ই দিদির কোন মনের মানুষ আছে। সেখানেই সে যায়।

ঝোঁপের আড়ালে আড়ালে আস্তে আস্তে চলে গোরী। এ কাজে বিপদও আছে। যদি দিদির কোন ঘটনা সে ধরতে পারে আর মাকে বলে দেয় আর দিদি সেটা বুঝতে পারে তবে আর রক্ষা নেই গোরীর। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দেবে। কিন্তু উপায় কি! মা তাকে কাজটা করে দিতে বলেছে। তাছাড়া অনেক দিন ধরে গোরীর একডজন লাল রেশমী চুড়ির শখ। এ সুযোগে যদি মাকে খুশি করে সেটা আদায় করা যায়। বাঁশের খুঁটিতে গোপনে গোপনে পয়সা জমাচ্ছে মা। গোরীর চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে সেটা। ইন্দু এখন আস্তে চলছে। হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে সে চলে এল ঝোঁপের আড়ালে। আর একটু হলে ধরা পড়ে যেত গোরী। আঁচল থেকে ইন্দু বের করল কাগজের ছোট্ট একটা মোড়ক। হাতের তালুতে ঝাঁকিয়ে ঢালল। এরপর কলসীর মধ্যে হাত ডুবিয়ে একটু পানি এনে বাঁ হাত দিয়ে ডলতে লাগল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে ঠোঁটে লাগাল সেই জিনিস। গোরী বুঝল গুঁড়ো লাল রং হাতে ডলে আলতার মতো করে সে আলতায় ঠোঁট রাঙ্গালো ইন্দু। এবার আলতার কিছুটা সে লেপে দিল পায়ের পাতায়। পায়ে আলতা আগেও ছিল এখন সেটা আরো চকচকে হল। হাতে বেড় দিয়ে নতুন করে এলোখোঁপা বাঁধল। কাপড়ের নিচে থেকে বের করল একছড়া গাঁদা ফুলের মালা। সে ফুল চুরি করে মালা গেঁথেছে ইন্দু। কখন চুরি করল? তারা দুই বোন তো সারাদিন একঘরে একসাথেই থাকে। তার মাঝে কখন এ কাজ করল ইন্দু। মনে মনে ভীষণ রাগ হল ইন্দুর উপর। সে ছোট বোনকে লুকিয়ে লুকিয়ে না জানি কতো কিছু করে। কতোভাবেই না সে গোরীকে ঠকাচ্ছে। মায়ের ভয়ে গাছের ফুলও ধরার সাহস করে না গোরী। আশ্চর্য, দিদি মেজাজ করেই যাচ্ছে, মাও তাকে কিছু বলছে না। মাও যেন দিদিকে ভয় পায়। কেন?

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

পাশের বাড়ির দিদিমা একদিন বলেছিল, একটা বয়সের মে
এই ভয়ে মেয়েদের ঘাঁটাতে চায় না। ইন্দুর এখন সেই বয়স। তাই যা ইচ্ছা তাই করে চলছে। গোরীর বিয়ের যুগ্যি হতে আর কতো দেরি!

এবার এদিক ওদিক চেয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে ইন্দু। ও যাচ্ছে কোথায়! এটাতো ঘাটে যাবার রাস্তা না। ও যেদিকটাতে যাচ্ছে ওদিকে দিনের বেলাতেও কেউ যেতে চায় না। মায়ের কাছে শুনেছে, ও এলাকাটা দেও-দানো, ভূত-প্রেতের আস্তানা। অপঘাতে যারা মরে তারাই ভূত-পেত্নী হয়ে ও এলাকায় বসবাস করে। মাঝে মাঝে অমাবশ্যার রাতে ঘুটঘুটি অন্ধকারে ওরা গাঁয়ে ঘুরতে বেরোয়। সে সময়টা গাঁয়ের লোকদের জন্য বড় খারাপ সময়, বড়ই ভয়ের সময়। কারো অসুস্থ ছেলে তখন মারা যায়, কারো স্বামী বুক ধড়ফড় করতে করতে শেষ শ্বাস নেয়, পোয়াতী বউ অসময়ে প্রসব করে ফেলে, গরু-বাছুরের মড়ক লাগে, কলেরা ডায়রিয়া বেড়ে যায়। সে এক ত্রাহি অবস্থা গরীব জেলেদের! তা ওনাদের নজর এড়াতে সব রকমের চেষ্টা করে গরীব গ্রামবাসীরা। কেরোসিনের অভাব হলেও সারারাত ঘরে আগুন জ্বেলে রাখে। কেউ কেউ কাঠ পুড়িয়ে আগুনের কুণ্ড জ্বালায়। সারা বছর গোবরের ঘুটে দিয়ে রান্নাবান্না চলে। এ এলাকায় জ্বালানি কাঠের বড় অভাব। সারা বছর ডুবে থাকা পানির নিচে কাঠ পাবে কোথায়। গাছপালাও তেমন নেই। বড় বড় গাছ ভেসে যায় প্রবল জলস্রোতে। শিকড়-বাকড় উপড়ে পড়ে ওরা গড়িয়ে গড়িয়ে পানিতে নামে। কোথায় কতোদূরে চলে যায় কে জানে। এভাবেই একটি-দুটি করে উজাড় হতে হতে গাঁ এখন প্রায় গাছশূন্য। কিন্তু নিজেদের বেলায় কাঠের অভাব হলেও ওনাদের বেলায় হয় না। তাই সারারাত ঘরে কুপি জ্বলে, কাঠের আগুন জ্বলে, মাথার কাছে লোহার টুকরো রেখে ঘুমাতে যায় কৈবর্ত পরিবার। ঘরে লোহা থাকলে ওনারা আসন আনেন না। এভাবে ওনাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার কতো চেষ্টা। সেই দানোদের রাজত্বের দিকে দ্রুত হেঁটে চলেছে ইন্দু। অথচ গোরী খুবই ভাল করে জানে ইন্দুর ভীষণ ভূতের ভয়। রাতের বেলা একা সে বাইরেও যেতে পারে না। পেট যখন ফুলে ওঠে তখন কখনও ডাকে তারামনিকে, কখনও গোরীকে। ওরা পাহারা দিয়ে নিয়ে গেলে তবেই পেট হালকা করতে পারে ইন্দু। মাঝে মাঝে রাগ করে তারামনি বলে, আচ্ছা আজতো অমাবস্যাও না, অন্ধকার রাতও না। বেশ তো চাঁদের আলো ফিনকি দিয়ে ফুটেছে। চারদিকে আলোয় ছেয়ে আছে। এ আলোয় মাথার উকুন অবধি কাড়া যায়। তা তোর ভয় কিসের শুনি? একা যা না। সারাদিন গাধার খাটুনি খেটেছি। একটু ঘুমাতে দে বাছা।

ওঠে না ইন্দু, যায়ও না দেখে হেসে ওঠে গোরী।

চল চল দিদি আমি তোর সাথে যাচ্ছি। শেষে ঘর ভাসিয়ে দিবি। গঙ্গাজল তখন পাবো কোথায়? তেড়ে আসে ইন্দু। কিন্তু যতোটা রাগ করার কথা তা করে না। তার তখন পেট ফেটে যাচ্ছে। দেরি হলে সত্যিই অঘটন ঘটে যাবার আশঙ্কা। তাই রাগ নিয়ে ধীরে ধীরে ওঠে। গোরী হাসতে হাসতে বলে, তা হ্যারে দিদি, বিয়ের পর কি করবি। তোর সোয়ামী কি তোরে রাত দুপুরে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যাবে?

তাইতো যাবে।

কচু যাবে। যখন রাত-ভোর মাছ ধরবে তখন কে তোকে নিয়ে যাবে। তখন নির্ঘাৎ ওনারা তোর ঘাড়ে চেপে বসবে। তার চেয়ে এক কাজ করিস, আমাকে সাথে নিয়ে যাস।

গোরী হালকাভাবে বলে বটে কিন্তু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না ইন্দু। সত্যিইতো কি উপায় হবে তার বিয়ের পরে। কৈবর্তের মেয়ে সে। নিজ জাতির বাইরে তাদের বিয়ে হয় না। নিশ্চয়ই তার বিয়ে হবে কোন একজন জেলের সাথে। সে যখন রাত-বিরেতে নৌকায় কাটাবে তখন কে ইন্দুকে এমন চরম সময়ে বাইরে নিয়ে যাবে। তাছাড়া অন্যের চেয়ে ইন্দুর চাপেও বারবার।

এক সময় এসব নিয়ে অনেক ভেবেছে ইন্দু। গোরীকে বলেছেও ভয়ে ভয়ে, সত্যিরে গোরী আমার কি হবে বল দিকি।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

এসব বেশ আগের কথা। আজকাল কিছুই বলে না। কেমন যেন ভাবে। আপন মনে হাসে আর বারবার ঘাটে যাবার বায়না ধরে। কিন্তু ঘাটেও তো সে যাচ্ছে না। যাচ্ছে পোড়ো ভিটেয়। ওখানে একমাত্র পাগলা দিদি ছাড়া আরতো কেউ থাকে না। মাথাটা এলোমেলো না হলে, সব ঠিকঠাক না থাকলে ও পোড়ো ভিটেয় সে থাকতে যাবে কেন। ছোট্ট একখানা ঘরও আছে পাগলী দিদির সেখানে। পাগলী দিদির বয়সের যেমন গাছ পাথর নেই, তার ঘরেরও নাকি নেই। সারাদিন এ-গ্রাম সে-গ্রামে ঘুরে বেড়ায় পাগলী দিদি। রাতে সে নাকি ওই ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই পোড়া ভিটের দিকেই দ্রুত এগিয়ে চলে ইন্দু। গোরী একবার ভাবে সে ফিরে যাবে। গিয়ে মাকে বলবে দিদি পোড়ভিটের দিকে গেছে, তাই ভয়ে ওদিকে যায়নি সে। গোরী জানে এ কথার পর মা আর কিছু বলবে না। লাল রেশমী চুড়িগুলো পাওয়া যাবে না। না যাক, জীবনের কাছে চুড়ি অতি তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু পারলো না। ওকে যেন নিশি পেয়েছে। ইন্দু কোথায় যায়, কি করে দেখার কৌতূহল তাকে পেয়ে বসেছে। না জানি কি বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছে। অতি দ্রুত পা চালায় গোরীও। দিদির রকম-সকম সে বোঝে না। বাবা-মা বিজনদাকে দিদির জন্য পছন্দ করেছে। কি কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা বিজনদার। একদিন গোরীর হাত থেকে তেল নিয়ে নাইতে গিয়েছিল বিজনদা। ওর চওড়া বুকের দিকে চেয়ে কি এক ঘোরে পড়েছিল গোরী। সারাটা বুক জুড়ে কালো কালো চুলের গোছা। আশ্চর্য ব্যাপার, এই ছেলেকে দিদি পছন্দ করে না! যেন কোন দেশের রাজপুত্তুর পঙ্খীরাজ সাজিয়ে বসে আছে তার জন্যে। তাও যদি দিদির রং তার মতো গোরা হতো। ওই কালো রংয়ের দিদির দিকে যেভাবে চেয়ে থাকে বিজনদা, দেখে মনে হয় পৃথিবীর সেরা সুন্দরীকে দেখছে। অথচ দিদির বিন্দুমাত্র গা নেই। বিজনদা গরীব, তাতে কি। এই জেলেদের মধ্যে বড়লোক কে বা আছে। গায়ে খেটে খাওয়াই এখানে সম্বল। গোরীকে বললেতো একবারেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ত। কিন্তু বিজনদাটাও যেন কেমন। ইচ্ছে করেও দৃষ্টি আকর্ষণের অনেক চেষ্টা করেছে গোরী। মা চায় না, তবুও দু'একবার জলের গেলাসটা, তরকারির বাটিটা, ভাতের থালাটা বাড়িয়ে ধরেছে। খাওয়ার পর পানটা বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোন লাভ নেই। ফিরেও তাকায়নি বিজন। লোকটা বোকার হদ্দ। ভেবেছে ইন্দু তাকে পছন্দ করবে। উহু, মোটেও না। বিয়ে যদিবা করে করবে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে গোরী দেখে ইন্দু ঢুকে পড়ল পাগলীর ঘরে। গোরীরও ভয়-ডর উবে গেল। সে পেছন দিক দিয়ে ঘরের জরাজীর্ণ বেড়ায় চোখ রাখল। না, ঘরে কেউ নেই। ইন্দু গিয়ে সরাসরি বসল পাগলীর তেল চিটচিটে কাঁথার উপর। বারে বারে তাকাচ্ছে বাইরের দিকে। বোঝা যায় কারো জন্য অপেক্ষা করছে সে। দু'চার মিনিটের মধ্যে একজন মানুষ ঢুকল ঘরে। তাকে দেখে কেঁপে উঠল গোরী। রমজান মায়মালের লাফাঙ্গা ছেলেটা এখানে কেন। নিশ্চয়ই দিদি অন্য কারো কাছে এসেছে। তাকে তাকে থেকে ওই বদমায়েশটা ঢুকে পড়েছে এখানে। এখনই দিদির সর্বনাশ করবে। গোরী বুঝে উঠতে পারে না সে চিৎকার দেবে কিনা। চিৎকার দিলে যদি শরীফ দিদির উপর চড়াও হয়। গোরী একবার ভাবে দৌড়ে গিয়ে কাউকে ডেকে আনবে। কিন্তু এখানে ধারে-কাছে কমপক্ষে আধা মাইলের মধ্যে কেউ নেই। এক যদি কপাল গুণে পাগলী দিদি এসে পড়ে। কিন্তু এসব কোন কিছুরই দরকার হলো না। গোরী দেখে অবাক হলো শরীফকে দেখে চতুর্দিকে আলো করে হাসল দিদি। শরীফ দিদির গা ঘেঁষে বসে পড়ল। মুখে সিগারেট। গাল ভরে ধোঁয়া ছাড়ল। জিনসের প্যান্টের জন্য বসতে কষ্ট হচ্ছিল। পা ছড়িয়ে বসে দিদিকে টেনে আনল বুকের উপর। কেঁপে উঠল গোরী। এরপর কি করবে ওই বদমায়েশটা! দিদির কি মতিভ্রম হয়েছে। দিদি কি জানে না, ওই বদমায়েশের কীর্তি। শহরে পড়তে গিয়ে অনেকগুলো মেয়ের সর্বনাশ করেছে। ওদের বাড়িতে যে মেয়েই ঝি-এর কাজ নেয় দু'দিন পরেই সে পোয়াতী হয়। বাপ-ছেলে দু'জনই এ বিষয়ে সরেস। সবার চেয়ে বড় কথা, তারা কৈবর্ত। এ সম্পর্ক কোনদিনই বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে না। দিদি ওই বদমায়েশের বাইরের চটক দেখে কি মারাত্মক ভুল করল! ঠিক এ সময় ঘরের ভেরত থেকে কথা শোনা গেল, তোমাকে আজ খুবই সুন্দর লাগছে। বাহ খোঁপায় আবার মালাও দিয়েছ। আলতায় ঠোঁটও রাঙ্গিয়েছ। জানো ইন্দু, এ গাঁয়ে তোমার মতো মেয়ে দু'টি নেই। কি শরীর! দেখলেই মাথা ঝিমঝিম করে। শাবনাজ, মৌসুমী, পপী কারো শরীর তোমার মতো না। যা কি বাজে কথা বলেছি। শুধু ওরা কেন মাধুরী দিক্ষিত, কারিসমা কাপুর, কাজল কেউ তোমার মতো না। না চেহারায়, না শরীরে। তাই তো তোমাকে ভালবেসে তোমার জন্য এই জিনিসটা এনেছি। পরোতো দেখি। পকেট থেকে জিনিসটা বের করে মেলে ধরে শরীফ। ও জিনিস ব্যবহার না করলেও চেনে গোরী।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

তাছাড়া ও জিনিস দেখতে এমনই যে বোঝার জন্য চেনার
ওসব পরতে শুরু করেনি।

কই ধরো। কি হল লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে গেলে যে। অতো লাজ-লজ্জা আজকের দিনে চলে না। এ দিয়ে যত্ন করার দায়িত্ব তোমার। না হলে অকালে ঝুলে পড়বে, তুলতুল করবে। আর এটা দিয়ে বেঁধে-ছেদে রাখলে দেখবে বুড়ো বয়সেও ঠিকঠাক মতো থাকবে।

না থাক, ওটা আমার লাগবে না। আমাদের জেলে পাড়ার মেয়েরা এখনও ওসব পরে না। পরলেই নানা কথা হবে, কোথায় পেলাম, কিভাবে পেলাম, কে দিল। নানা সন্দেহ করবে। এমনিতেও তো সন্দেহের শেষ নেই। ওরে বাপরে পানি নেয়ার কথা বলে এসেছি। নদীতে গিয়ে পানি নিয়ে তবে ফিরতে হবে। কি জন্য ডেকেছ তাই বল। আমি কিন্তু নানান অসুবিধায় আছি। বাবা-মা পাত্র ঠিক করেছে বিজন দাসকে।

রাখো তোমার বিজন দাস! ওকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেব না। দিন কয়েকের মধ্যেই বিয়ে করব আমরা পালিয়ে গিয়ে। বাপের কাছ থেকে ফন্দি-ফিকির করে একটু একটু করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছি। ওসব চিন্তা আমার। নাও এখন এটা ধরো। পরে ফেল। এখানে পরলে কেউ দেখবে না। কই ধরো।

হাত বাড়িয়ে ব্রেসিয়ারখানা ধরে ইন্দু। মুখে বলে,

ঘরে গিয়ে পরব। পরের বার পরে আসব।

না এখনই পরো। আবার কবে কখন দেখা হবে তার ঠিক কি। কতো শখ করে আনলাম তোমার জন্য।

ইন্দু ঘরের একপাশে উঠে গিয়ে শরীফের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের বোতাম খোলে। গা থেকে খুলে ফেলে ব্লাউজ। দু'চোখে লালসা মেখে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে দেখে শরীফ। তারপর উঠে সে জড়িয়ে ধরে ইন্দুকে। মুহূর্তের মধ্যে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে ইন্দুর আলতা রাঙ্গানো দু'ঠোঁট। আলতা অস্ফুটে বলে, কি করছ, করছ কি?

কিছু না কিছুই না। তুমি চুপ করে থাকো। শরীফের দু'হাত এখন ইন্দুর বুকে আটা ছেনার মতো শুধুই ছেনছে। এবার দাঁত বসায় কালো বোটায়। কুঁকিয়ে ওঠে ইন্দু। তাকে কাঁথার উপর ফেলে দেয় শরীফ। ইন্দুর শরীরের নিচের অংশে এখন আর কিছু নেই। দু'উরু দিয়ে ইন্দুর দু'উরু চেপে ধরে শরীফ। ওর শরীর ঢেকে ফেলে ইন্দুর শরীর। একই সাথে নিজেকে বস্ত্রমুক্ত করতে থাকে। চোখ বন্ধ করে ফেলে গোরী। আর কিছু সে দেখতে চায় না। ঘর থেকে তখন শুধু ইন্দুর গলা ভেসে আসছে। করছ কি, করছি, বিপদ হবেতো!

কোন বিপদ নেই আজই তোমায় বিয়ে করবো এরপর অজানা-অচেনা বিচিত্র কিছু শব্দ ভেসে আসতে থাকে ঘর থেকে। গোরীর শরীর থর থর করে কাঁপছে। সে পাগলের মতো গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে।

ছয়

রহমতকে সাথে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম সার্ভে করে চলেছে রফিক। প্রতি গ্রামে একরাত করে থাকার কথা; কিন্তু সব গ্রামে থাকা হয় না। অনেক গ্রামেই সম্পন্ন বাড়ী নেই। কোথাও থাকার প্রস্তাব করতে হলে সেখানে অন্তত একটা বৈঠক ঘর থাকা দরকার; কিন্তু এমনও দেখা যায় পর পর দু'তিন গ্রামে একটাও বৈঠক ঘরওয়ালা গৃহস্থ বাড়ী পাওয়া যায় না। ফলে ঘুরে ফিরে এক গ্রামেই বার বার থাকতে হয়। রফিক হিসাব করে দেখেছে হাসনহাটির স্কুল ঘরটাতেই সে থাকছে বেশি। যদিও সেদিনে দূর-দূরান্তের গ্রামে গিয়ে কাজ করছে। তার কাজের বিষয় কজেস অব ল্যান্ডলেসনেস। কাজের মধ্য দিয়ে রফিক বুঝতে পেরেছে ল্যান্ডলেসনেসের একটা অন্যতম কারণ মামলা। একবার যদি হাওড় এলাকার কাউকে মামলায় ফেলা যায় তাহলে দারোগা-পুলিশের পোয়াবারো। আখের রস ছিবড়ে নেয়ার মতো একটু একটু করে নিতে নিতে সে রস সর্বস্ব গ্রাস করে থানা আর পুলিশ। ফলে প্রান্তিক চাষী হয়ে পড়ে ভূমিহীন। এমনিতেও এ এলাকার লোক অলস। বউ পিটানোই

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

তাদের বিলাসিতা। আর বিলাসিতা জুয়া খেলা। অলসতা
থাকে সেখানে কিছু শাক-সবজি চাষ করা বা সামান্য যা জমিজমা আছে তাতে নিয়মিত খেটে-খুটে আবাদ করার মানসিকতা তাদের নেই। রফিক দেখে আর ভাবে যদিও এ এলাকার জমি এক ফসলী তবু যদি কৃষকেরা জমির দিকে, চাষাবাদের দিকে নজর দিত, কিছু না কিছু ফসল তাদের আসতই। তা নয় তারা নির্ভর করে আছে মাছের উপর।

সেদিন পাশের গ্রাম থেকে ফিরছিল রফিক। সাথে ছিল রহমত। এসব বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন রফিক। হঠাৎ রহমত হাসতে শুরু করল আর বলল, ল্যাম ল্যাম। রহমতের হাসি আর থামে না। রফিক অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার হাসছ কেন? সেদিনও দেখলাম লোকটাকে দেখে তুমি হাসছ। লোকটা কে?

রহমত কিছুই বলল না। চাপাচাপি করাতে বলল সে কথা বলা যাবে না। আপনি মাস্টার সাহেব বা দারোগা বাবুর কাছে জেনে নেবেন।

সে রাতে মাস্টারে সাহেবের কাছে রহমত শুনল ল্যাম বৃত্তান্ত। মাস্টার সাহেবও বললেন খুবই সঙ্কোচের সাথে। জানা গেল ল্যাম মানে নপুসংক। ল্যামের আসল নাম চাপা পড়ে গেছে ল্যাম নামের আড়ালে। সে নাইড গার্ডের কাজ করে। তবে লোকের ধারণা ওটা ওছিলা। সে আসলে রাতে তার বৌ-এর সঙ্গ এড়াবার জন্যই পাশের গ্রামে নাইড গার্ডের কাজ করে। ল্যামাকে পাশের গ্রামে তার মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে। ল্যামের বিয়াইন মারা গেছে। ল্যামের শ্বশুরই নাকি এই নাইড গার্ডের চাকুরিটা যোগাড় করে দিয়েছে। লোকে বলে বিয়াই-এর সাথে ল্যামের বৌ-এর অবৈধ সম্পর্ক। এ সম্পর্ক নাকি মেয়ে জামাই সবাই জানে এবং সবাই সম্পর্কটা মেনে নিয়েছে। এ ঘটনা গ্রামে রটনা হওয়াতে সবাই ল্যামকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। তাকে উত্ত্যক্ত করে। দিন কয়েক আগে নাকি রেগে গিয়ে ল্যাম এলাকার কয়েকজন ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। পুলিশ সাথে সাথে ওই ছেলেগুলোকে এ্যারেস্ট করে। দিন সাতেক জেলের ভাত খেয়ে দারোগা-পুলিশকে মোটা টাকা দিয়ে তবে তারা ছাড়া পেয়েছে। এতে ভীষণ ক্ষেপে গেছে ছেলেগুলো। তারা শাসিয়ে বলেছে, ল্যামকে খুন করবে।

মাস্টার সাহেবের সাথে এসব কথা হওয়ার দিন দুয়েক পর রফিক জানতে পেল ল্যাম খুন হয়েছে। হাওড়ের ধারে পড়ে আছে তার মৃতদেহ। রফিক রহমতকে বলল, যেখানে মৃতদেহ আছে সেখানে আমাকে নিয়ে চল। যেতে যেতে মানব জীবনের অনিত্যতার কথা ভাবল রফিক। মাত্র দু'দিন আগে লোকটা জীবিত ছিল, তাকে দেখেছে, সে উত্তেজিত হয়েছে। এখন সমস্ত উত্তেজনা সমস্ত ইমোশনেরই সমাপ্তি। কিছু দূর যাবার পর উল্টো দিক থেকে আসা এক লোক রফিককে দেখে দাঁড়ায়। এতদিন এলাকার প্রায় সব লোকই রফিককে চেনে। লোকটা বলে, কি আশ্চর্য ল্যামের মৃতদেহ দেখতে গিয়ে দেখি নেই। শুনলাম দেহে ভেসে ওঠার একটু পরেই তা উধাও হয়ে যায়। রফিক বলতে পারে মৃতদেহ উধাও হয়নি, উধাও করা হয়েছে। কে করতে পারে এ কাজ। নিশ্চয়ই এমন কেউ করেছে যার খুনের ব্যাপারে স্বার্থ আছে। কে সে, কে? রফিক বলে, রহমত চল আমি ল্যামের জামাই বাড়ীতে যাব।

ল্যামের জামাই বাড়ীতে এসেছে রফিক। এ বাড়ীর একজন মানুষ যে খুন হয়েছে বাড়ীর পরিবেশ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। ক্রন্দনের শব্দ নেই, হাহুতাশ নেই। ল্যামের বৌ মেয়ে কোথায়? কেন তাদের চোখে জল নেই, কণ্ঠে আর্তি নেই! বরং সবকিছু যেন বড় বেশি চুপচাপ। কি যেন লুকাবার চেষ্টা, নাকি সবই রফিকের মনের ভুল।

বড়ই সমাদরের সাথে রফিককে বসায় ল্যামের বিয়াই। হাত মুখ ধোয়ার পানি আর খাবার দাবার আসে।

রফিক বলে, আমি এখানে খেতে আসিনি। এ বাড়ীর একটা মানুষ খুন হয়েছে। আমি সে খুনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।

ল্যামের বিয়াই বলে, স্যার দারোগা সাহেব আপনাকে স্যার বলে আমি জানি। আপনি দারোগারও বাবা। বলেন কত টাকা চান?

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

মানে! কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

আমাকে যদি বলতে না চান জামাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকেই বলেন।

জামাই আসে। একই কথা বলে, স্যার আপনি কত চান?

রফিক শক্ত হয়ে যায়। বলে স্ত্রী পুত্র পুরুষ রমণী সবাইকে ডাকেন। আমি সবার সাথে কথা বলতে চাই।

রফিকের সামনে নতমুখে বসে আছে ল্যামের স্ত্রী কন্যা জামাই আর বেয়াই। রফিক বলল, আমি স্পষ্ট ভাষায় আপনাদের কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। আমি এখানে টাকার জন্য আসিনি। এসেছি এলাকার লোকের মঙ্গলের জন্য। ল্যাম হত্যা রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার। এখন আমি আপনাদের কাছে শুনতে চাই। খুনের দায়ে যে ছেলেগুলোকে ধরা হয়েছে তারা নির্দোষ। আমার ধারণা আপনারা ওদের শাসানির সুযোগ নিয়ে ওদের উপর দোষ চাপিয় নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। কেউ কোন কথা বলে না। কি ব্যাপার আপনারা কথা বলছেন না কেন। ঠিক আছে আপনারা কথা না বললে আমিই বলছি। ল্যামকে আপনারা খুন করেছেন। ল্যামের স্ত্রী আর বিয়াই-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রফিক। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে স্ত্রী। বিয়াই বলে, বিশ্বাস করেন আমরা না। খুন করেছে ওই ছেলেগুলো যারা খুনের হুমকি দিয়েছিল। আমরা বরং ল্যামকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছিলাম।

কেন ল্যাম কি অসুস্থ ছিল?

ওর পেটে ব্যথা ছিল। আমরা দু'জন মাঝি দিয়ে ওকে নৌকায় করে পাঠিয়েছিলাম। ওরা তাকে নামিয়ে দিয়ে এসেছিল হাওড়ের মুখে। সেখান থেকে ও হেঁটে চলে গিয়েছিল ডাক্তার বাড়ীর দিকে।

মাঝি দু'জনকে ডাকা হল। এক মাঝি বলল ল্যামকে নামানো হয়েছে হাওড়ের পূর্ব পাড়ে। অন্যজন বলল পশ্চিম পাড়ে। রফিক বলল, এক মানুষকে দুই জায়গায় নামায় কি করে? তার মানে আপনারাই তাকে মেরেছেন। যদি ভাল চান তো বলে ফেলেন।

হুড় মুড় করে বলতে শুরু করে বিয়াই। স্যার আর যাই করেন আমাদের পুলিশে দেবেন না। আমি আর বিয়াইন মেরেই ওকে মেরেছি। বিয়াইন নিজ হাতে বিষ খাইয়েছিল আর আমি তাকে নৌকা করে পাথারিয়ার হাওড়ে ফেলে আসি। সে তখন বিষের যন্ত্রণায় মরো মরো। ফেলেছিলাম হাওড়ে। ভেবেছিলাম হাওড়ের বড় বড় ইঁদুর খেয়ে ফেলবে। কিন্তু লাশ ভেসে উঠবে তা ভাবিনি।

তারপর লাশ ভেসে উঠার পর আবার লাশ গুম করলেন?

তাই করলাম স্যার, কারণ লাশ কাটাকাটি হলে বিষ দিয়ে মারার কথাটা জানাজানি হয়ে যাবে।

রফিক অবাক হয়ে ল্যামের মেয়ের দিকে তাকাল। আপনি জানতেন এ ঘটনা? আপনি জেনে শুনে এমন ঘটনা ঘটতে দিলেন?

মেয়ে ধীরে ধীরে বলল, আমি স্বামীর ঘর করি। আমার স্বামী শ্বশুর সবাই চাচ্ছিল আব্বা মারা যাক। তাই আমার কিছুই করার ছিল না। আসলে আব্বা এ সংসারে বাড়তি লোক হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে মেয়ের চোখে পানি দেখা গেল। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

রফিক উঠল। ল্যামের স্ত্রী চেপে ধরল তার পা, ল্যামের বিয়াই আর জামাই দুই হাত। স্যার আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। যত টাকা লাগে দেব।

টাকা দিয়ে সব সময় সবকিছু করা যায় না। মাঝে মাঝে টাকার কোন ক্ষমতাই থাকে না। আপনাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশান আমাকে নিতেই হবে। আপনারা একজন নিরাপরাধ লোককে খুন করেছেন। তাছাড়া নির্দোষ কতগুলো ছেলে অহেতুক আটকা পড়ে আছে হাজতে।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

রফিক হাঁটতে শুরু করে। নির্দোষ ছেলেগুলোকে বাঁচাতে ঃ

হাঁটতে হাঁটতে তার বার বার মনে পড়ে ল্যামের মেয়ের কথা। মেয়ে বলেছে ল্যাম সংসারের সবার কাছে বাড়তি হয়ে গিয়েছিল। বাড়তি মানে সারপ্লাস। রফিক নিজেও কি সারপ্লাস হয়ে গেছে নিশির জীবনে। নিশির কথা মনে হতেই ভিজে ওঠে রফিকের শুকনো চোখ।

সাত

আলতাকে নিয়ে তার শ্বশর বাড়ী জয়কলসে এসেছে রমজান মায়মাল। ওদের দেখে ছুটে এসেছে আলতার ভাসুর হারু মায়মাল। তা তালতো ভাই খবর না দিয়ে আসলেন যে। খবর দিলে আমরাই নৌকা পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে আসতাম। যাকগে এসে পড়েছেন বেশ করেছেন। গরীবের বাড়ীতে হাতিরপাড়া পড়েছে। এখন আপনাকে আমি কোথায় বসাই কি খাওয়াই। তাড়াতাড়ি বসার ব্যবস্থা করে হারু মায়মাল। আলতার দিকে তাকিয়ে বলে, ছোট বৌ আছো কেমন? চেহারা যেন কেমন পুড়ে পুড়ে গেছে। সেই উজ্জ্বল বর্ণ আর নেই। পর্দার আড়াল থেকে হারুর বউ বলে, আপনারও যেমন কথা। স্বামীই নেই। গায়ের বর্ণ থাকবে কি করে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে কি। তা ছোট বউ তুমি বাইরে বসে রইলে কেন। বাড়ীর ভিতরে আস। এবার এখানে থেকে যাবে তো? এবার আর তোমাকে যেতে দেব না। আমাদের এতবড় বাড়ী আর তুমি একজন মাত্র মানুষ। কেন যে গেলে আমরা বুঝি না। মাঝে মাঝেই তোমার কথা বলি। বউ আসো, ভেতরে আসো।

আলতা ঘোমটা আরো একটু ভাল করে টেনে দিয়ে ভেতরে ঢোকে। মনে মনে সে আবেগ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ বাড়ী তার কত আপন! একদিন এ বাড়ীতেই সে বউ হয়ে এসেছিল। তারপর ছয় ছয়টা বছর আদরের বউ হয়েই ছিল এ বাড়ীতে। ছোট দেবর ছরু মায়মাল তখন বিয়ে করেনি। সে বিয়ে করেছে তার ভাই নুরু মায়মাল মারা যাবার পর।

যে ক'দিন এ বাড়ীতে ছিল সবার চোখের মণি হয়ে ছিল আলতা। স্বামী নুরু মায়মালের একটা সন্তানের বড় শখ ছিল। অনেক তাবিজ কবচ পানি পড়া খাইয়েছে আলতাকে। তারপরও সন্তান হয়নি আলতার। কিন্তু সন্তান না থাকার জন্য স্বামী, দেবর, ভাসুর, জা কোন যন্ত্রণা দেয়নি আলতাকে। আলতা বরং মাঝে মাঝে তার স্বামীকে বলেছে, তুমি একটা বিয়ে কর। আমার কোন আপত্তি নাই। আমার মন বলে আমার সন্তান হবে না। স্বামী বলেছে, ওসব অলুক্ষুণে কথা বল নাতো আলতা বউ। সন্তান হলে এখানে তোমার গর্ভেই হবে, না হলে না।

আলতাকে আলতা বউ বলে ডাকতো তার স্বামী। এ ডাকের কারণে বড় ভাবি কত ঠাট্টা মস্করা করত। সেই ভাল মানুষ স্বামীটা মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে এল না। মিয়া ভাই বলে তার স্বামীকে দেবর ভাসুর মেরেছে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য। আলতার তা মনে হয় না। এ বাড়ীতে যতদিন ছিল আলতাকে যত্নেই রেখেছে ভাসুর জা। ওদের কখনও লোভী মনে হয়নি। বরং ভাইটাকে তারা বড়ই ভালবাসতো। ভাই-এর মৃত্যুতে ওদের সে কী উথাল-পাথাল কান্না!

সেই বাড়ীতে এসেছে জমি ভাগ করতে। ভাবতেই খারাপ লাগে আলতার। কি করে বলবে সে জমি ভাগ করার কথা। সে কিছুই বলতে পারবে না। যা বলার মিয়া ভাই বলুক।

গুড় মিষ্টি কুড়ো মুগের ডাল হিদল আর যতসব প্রিয় জিনিস আছে সবই হাজির করা হল একে একে। হারু মায়মাল রমজানকে বলল, তাহলে বিয়াই ছোট বউকে রাখার জন্যই এসচেন। আমরা বড়ই লজ্জিত। অনেক আগেই বউমাকে আমাদের নিয়ে আসা উচিত ছিল।

রমজান মায়মাল হেলে দুলে বসে। এসব মিষ্ট কথায় ভুলবার পাত্র সে নয়। মিষ্টি কথায় ভোলার জন্য অতদূর থেকে বিধবা বোনকে সাথে করে সেখানে আসেনি। ইতিমধ্যে হারু মায়মালের বাড়ীঘর দেখে নিয়েছে

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

রমজান। তার মত বড় মহাজন না হলেও অবস্থা নেহায়েত নিশ্চিত। ভাগের ভাগ পঞ্চাশও যদি আলতা পায় সেওতো অনেক। এইতো কিছুক্ষণ আগেও হারু ছোটভাই ছরুর সাথে আলাপ করছিল ধান বিক্রি নিয়ে। আগামীকাল সকালে নিগার আসবে ধান কিনতে। আগাম টাকাও নাকি দিয়ে গেছে। এই ধানে তার সৎ বোন আলতারও ভাগ আছে। তাহলে টাকার ভাগ কোথায়?

খেতে খেতে হারু মায়মালের দিকে তাকিয়ে গুছিয়ে কথা বলল রমজান। বলল, আসলে তালতো ভাই আলতা এসেছে তার জমি-জমার ভাগ বুঝে নিতে। অনেকদিন তো হল। আপনারা অনেক দিন তার জমি ভোগ দখল করলেন। এবার সে তার হিস্যা বুঝে চায়।

মানে? চমকে উঠল হারু মায়মাল। মেজ বউ-এর আবার ভাগ কি। ওর তো কোন ছেলেপুলে নেই। ততক্ষণে ছিরু মায়মালও এসে বসেছে পাশে। সেও গলা মিলাল ভাই-এর সাথে।

রমজান বলল, কথা আপনারা ঠিকই বলেছেন। তবে কথা হচ্ছে আলতার নামে কিছু জমি রেখেছিল নুরু। নিজের রোজগার থেকে নিজের স্ত্রীর নামে। আলতাকে তো সে খুবই ভালবাসতো।

দুই ভাই পরস্পরের দিকে তাকায়। চোখে চোখে কথা হয়। হারু বলে, কিন্তু সে জমিতো অনেক আগেই আমাদের কাছে বিক্রি করে গেছে নুরু।

একজনের জমি আরেকজন বিক্রি করে কি করে। ওসব ধানাই পানাই বাদ দেন। অনুকূল ঠাকুরের কথা আছে

দেখ নাই যাহা নিজ নয়নে

বিশ্বাস করোনা গুরুর বচনে।

জমি বিক্রি করতে আমি দেখিনি। আলতাও দেখেনি। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি না। এবার আমাদের জমিজমা ভাগ করার ব্যবস্থা করেন। গড়িমসি করলে পঞ্চায়েত ডাকব।

পঞ্চায়েত ডাকার প্রয়োজন হল না। ইচ্ছে করলে অনেক ঝামেলা করতে পারতো হারু-ছিরু।

বিশেষ করে তাদের বাড়ীতেই যখন আলতা আর রমজান মায়মাল এসেছে। কিন্তু কিছুই করল না তারা। অতি সহজেই জমি ভাগ করে দিল। আর সে জমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে ফিরে এল আলতা। আসার সময় আলতা হারু মায়মাল আর জাকে বলল, আমার উপর মনে কষ্ট রাখবেন না ভাই সাহেব ভাবিজান। আপনারা আমারে কোনদিন খারাপ জানেননি। কিন্তু মিয়াভাই-এর ইচ্ছে তার গ্রামে জমি কিনে দেয়ার।

না বউ তোমার উপর আমাদের কোন রাগ নেই। তবে কাজটা তুমি ঠিক করলে না। তোমার ভাই কথা রাখার মানুষ না, কথা রাখবে বলে মনে হয় না।

ভাসুর জায়ের কথা ফলে গেল সপ্তাহখানেকের মধ্যে। নিজ বাড়ীতে এস প্রথমেই টাকা পয়সাগুলো নিজের হাতে নিয়ে নিল রমজান। আলতা মৃদু বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করল। থাক না আমার কাছে। জমিজমা যখন ঠিক ঠাক হবে তখন না হয়...

আরতার পিঠে আদরের হাত রাখে রমজান। তাহলে বোন তুই আমারে বিশ্বাস করিস না। আমি আরও ভাবলাম তোর ভালর জন্য টাকাগুলো আমার হাতে থাকা ভাল। টাকা হাতে থাকা মানে বোঝা হাতে থাকা। দিনকাল ভাল না। তাছাড়া লোকজন জানে তুই শ্বশুর বাড়ী থেকে জমি বিক্রি করে এসেছিল। হাতে কাঁচা টাকা। কার মনে কি আছে কে জানে। তার চেয়েও বড় কথা ঘরে রয়েছে বিভীষণ। লেখাপড়া করতে শহরে পাঠালাম। দু' দু'বার ম্যাট্রিক ফেল দিয়ে নবাব বাড়ী ফিরল। সারাক্ষণ টাকার জন্য ছোঁক ছোঁক। সেইবা টাকার গন্ধ পেয়ে কি করে বসে কে জানে। তবে যাকগে বোন তোর মনে যখন সন্দেহ তো যাক। বরং আগে জমিজমা দেখি। তোরে একটু সুস্থির দেখতে পারলেই আমার স্বস্তি। ভাই বলিস বোন বলিস তুই আমার একা। তা মনে দুঃখ থাকল তুই আমারে বিশ্বাস করলি না.... কথা শেষ করার আগেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকল শরীফ। মুখে

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

সিগারেট, পানে ঠোঁট রাঙা, মুখে গান। আলতাকে দেখে হে
বাপজান তার দিলের মকসুদ পুরা করে ফিরেছে। তা করুক যার যার দিলের মকসুদ পুরা। আমারও দিলের মকসুদ পুরা ফুফু।

কি বলিস বুঝি না।

বুঝবা কি। বুঝলে তো আর আমার বাপজানরে বিশ্বাস করতে না। যাকগে শহরে গেছিলাম সিনেমা দেখতে। তা যা একখান থার্ড ক্লাস ছবি দেখলাম ফুফু। স্টোরি ভি নাই, কিস ভি নাই, ডান্স ভি নাই।

চুপ চুপ কুলাঙ্গার।

ওরে কেন খালি খালি বকো মিয়াভাই। কি নাই বাপজান?

ফুফুর কথার উত্তর না দিয়ে বাপের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে ঘরে চলে যায় শরীফ।

এই কুলাঙ্গার ঘরে থাকতে তুই মেয়ে মানুষ হয়ে নিজের কাছে টাকা পয়সা রাখতে চাস। আপন ভাইরে বিশ্বাস করিস না? তোর জব্বর সাহস!

না মিয়াভাই তোমারে আমি ষোলআনা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলেইতো জমিজমা বেঁচে আনলাম। নইলে শ্বশুর বাড়ীর ওরা মানুষ খারাপ না। এই নাও টাকা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমারে কিছু জমি কিনে দাও।

পরদিন থেকে দৃশ্য বদলে গেল। মাত্র এক রাতের ব্যবধানে আলতা হয়ে উঠল এ বাড়ীর চাকরাণী। উঠতে গালাগালি, বসতে গালাগালি। থাকার খোটা, খাওয়ার খোটা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যে তাকে শ্বশুর বাড়ীতে চলে যাবার তাগিদ। কোথায় জমি কেনা আর কোথায় নগদ টাকা।

আলতা জমি কেনার কথা বললে রমজান বলে, জমি কিনব কি দিয়ে। জমি কিনতে টাকা লাগে না।

তোমাকে যে অতগুলো টাকা দিলাম মিয়াভাই।

তুই টাকা দিলি আমাকে! কবে কখন! এসব জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা কেউ সইবে না। আমি বলি কি তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুই বরং শ্বশুর বাড়ীতে চলে যা। আমার ঘরে বৌ নেই পাগল পালা আমার কর্ম না।

চোখের জলে ভাসে আলতা। একে বলে, তাকে বলে কোন ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত দৌড়ায় পঞ্চায়েতের কাছে। পঞ্চায়েত দিন দুয়েক পরে বিচারের আশ্বাস দেয়। পরদিন গলায় কলসি বাঁধা অবস্থায় আলতাকে পাওয়া যায় সুরমা নদীর পানিতে। রমজান মায়মাল কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়ে বলে, বোনটা আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সুনামগঞ্জে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাব বলে মনস্থ করেছিলাম। সে সুযোগ দিল না বোন আমার। আহারে আলাহ, আহারে সোনার বোন আমার।

লাশের গন্ধ পেয়ে থানার দারোগা ছুটে এল। লাশের গন্ধ ছুটছে। প্রশ্ন এটা হত্যা না আত্মহত্যা। পোস্টমর্টের করতে হবে। পঞ্চায়েত দশ হাজার পেল। দারোগা পেল দশ হাজার। মার্ডার কেস হয়ে গেল সুইসাইড। দাফন হল আলতার। শুধু তার কবরের এপাশ থেকে ওপাশে দৌড়ে গেল সিধু পাগলী বার কয়েক। বুকে বাড়ি দিয়ে হাসল আর বলল, আমি সব দেখেছি, সব জানি। সব জানি। মানুষ বড় বেঈমান।

আট

বাড়িতে এসে হাঁফাতে থাকে গোরী। তারামনি কাজ করতে করতে ব্যস্ত চোখে তাকান। কি হল তুই অমন করে হাফাচ্ছিস কেন। মনে হচ্ছে কেউ তাড়া করছে। গোরী কথা বলে না। ওর বুক এমনভাবে ওঠানামা করে যে মনে হয় এখনই ঘরের চালে যেয়ে স্পর্শ করবে। তারামনি বলেন, আরে হল কি। তোকে পাঠালাম ইন্দু কোথায় যায় দেখতে আর তুই কিনা এসে হাঁফাচ্ছিস। একটু জল খেয়ে নে, তাতে বুকের ধড়ফড়ানিটা কমবে।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

বলতে বলতে তারমনি নিজেই এক গ্লাস জল নিয়ে আসে। করে খেতে যাসনে যেন। গলায় আটকে যাবে।

গোরী ঢক ঢক করে জল খায়। জল খেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পায়। তারামনি বলে, কিরে তোর দিদি কই?

যা দেখেছে বলবে কিনা ক্ষণকাল ভাবে গোরী। বললে দিদিকে আস্ত কেটে ফেরবে বাবা-মা। আবার দিদিও তার উপর রেগে যাবে। কিন্তু যদি না বলে এই ঘটনা চলতেই থাকবে। দিদির ভয়ানক বিপদ হয়ে যাবে। এমনিতেই আজ যে ঘটনা ঘটেছে তাতেই কি হয় কে জানে। গোরী নিশ্চিত এমন ঘটনার জন্য দিদি প্রস্তুত ছিল না। কাজেই কোন প্রস্তুতির ব্যাপারে ছিল না। তাছাড়া এই অথৈ হাওড়ে গরীব কৈবর্তের মেয়ে প্রস্তুতির কি জানে। দু'এক ঘরে রেডিও আছে। সেখানে কিসব মায়াবড়ির কথা বলে। ওসব বড়ি কৈবর্তের মেয়েরা এখনও চোখেও দেখেনি। গোরী ভেবে ঠিক করে প্রথমে সে দিদিকে বলবে সব জানে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। এখন ভগবানের দয়ায় দিদির কোন বিপদ না হলেই হয়। আর জানাজানি না হলে হয়। গোরীর চোখ ছলছল করে। হঠাৎ করেই বুঝতে পারে দিদিকে সে কত ভালবাসে। আহারে দিদি কত সরল। ওই লাফাঙ্গা ছেলেটার মিষ্টি কথায় ভুলে যে সব দিয়ে বসল। গোরীকে হাজার মিষ্টি কথায় ভুলালেও গোরী কখনও শরীফের ফাঁদে পা দিত না। তার যে দিদি অন্ধকারে বাইরে বেরোতে পারে না, ভূতের ভয়ে পেট ফেঁপে মরার অবস্থা হয় সে কিনা চলে গেল ওই ঘুটঘুটি অন্ধকার ঘরে, পাগলীর ডেরায়। তার দিদি নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে। প্রেমের কি এমনই যাদুকরী শক্তি!

তারামনি বলে, কিরে কথা বলিস না কেন। ইন্দু কোথায়? সন্ধ্যা হয়ে এল এখনও কি ওর পানি নিয়ে ফেরার সময় হল না? সেয়ানা মেয়ে, না জানি কি অঘটন ঘটিয়ে বসে। আর মেজাজ কি! মাটিতে কথা ফেলা যায় না। ফোঁস করে ওঠে বিয়ের যুগ্যি মেয়ের মা হয়ে আমি যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি। আজই তোর বাবাকে বলব বিজনের সাথে বিয়েটা লাগিয়ে দিতে। সামনের লগ্নেই শুভ কাজটা হয়ে যাক। কিন্তু মেয়েতো বিয়ের কথা শুনতেই চায় না। যেন তার ফাঁসির কথা বলা হচ্ছে এমন ভাব করে।

সেই ভাল মা। দিদির বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি পার দিয়ে দাও। বিজনদা বড় ভাল ছেলে। বলতে বলতে মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে গোরী বুক চিরে।

এতদিনে তুই মনের কথাটা বললি। আমাকে নয় বোনকে একটু বুঝিয়ে বলিস। অমন স্বামী সাত জন্মের পুণ্যে ভাগ্যে জোটে। ঝাড়া হাত পা বউই সব....। কথা শেষ হবার আগেই উঠানে পা ফেল ইন্দু। কাঁধে কলসি। তাকে দেখে কেঁপে ওঠেন তারামনি। ওকে এমন দেখাচ্ছে কেন। ছুটে যান ইন্দুর কাছে, তোকে দেখতে এমন লাগছে কেন মা? কি হয়েছে?

কিছু না বলে দ্রুত বারান্দায় পানির কলসি রেখে ঘরে ঢোকে ইন্দুর। তারামনির চোখে পড়েও পড়ে না ইন্দু কি যেন লুকায় ইন্দু।

তুই বললি না, কিন্তু আমার মায়ের মন বলছে কি যেন একটা হয়েছে। মায়ের মনের কথা কখনও মিথ্যে হয় না। মায়ের মন কখনও মিথ্যে বলে না। যাকগে তোর ঘাটে যাওয়া, উসখুস আজই খতম। তোর বাবা এলে বলব আজই বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে।

তারমানি বলেই চলে। কিন্তু আশ্চর্য ইন্দুমতি নিশ্চুপ! অন্য সময় একটা কথার পিঠে সে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। বরং তারামনির অবিশ্রাম কথা শুনতে শুনতে গোরী বলে আহ মা থাম না। দিদিকে একটু জিরোতে দাও।

কেন ওর আবার জিরোবার কি দরকার পড়ল। এমনকি পরিশ্রমের কাজ ও করে এল?

মুখ ফসলে কথাটা বলে ফেলেই গোরী বুঝল বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে সে। গোরী ধীরে ধীরে খাটে গেল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ইন্দু। গোরী তার পিঠে হাত রাখল।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

চমকে উঠে ইন্দু। আরক্ত চোখে তাকায়। তুই এখান থে
দিদি। একটা কথা শুধু বলি, বিজনদাকে তুই বিয়ে কর। ও বড় ভাল ছেলে। তোকে সুখে রাখবে। নিষুতি রাতে তোর হাত ধরে পেট হালকা করতে নিয়ে যাবে দিদি। এমন আর কেউ করবে না।

না কোনদিন না। কোনদিন ওকে আমি বিয়ে করব না। তোর ইচ্ছে হলে তুই কর।

গোরী বলতে পারে না তার ইচ্ছে ষোলআনাই আছে। ইচ্ছে নেই বিজনের। তার ইচ্ছে ইন্দুকে বিয়ে করার ষোলআনা একজনের ইচ্ছেতে কি আর বিয়ে হয়।

তুই বিরাট ভুল করেছিস দিদি। ইন্দু কি যেন বলতে যায়, বলে না। ঠোঁট চেপে উপুড় হয়ে শোয়।

মধ্যরাতে ফিরে আসে মথুর। তারমনি কুঁপি নিবিয়ে ভূতের মত ঘাপটি মেরে বসেছিল। গোরী স্পস্ট বুঝেছিল পাশে শুয়ে দিদি ইন্দু উসখুস করছে। ঘুম ছিল না গোরীরাও চোখে। গোরী বার কয়েক মাকে ডেকেছে। মা তুমি অমন চুপটি করে বসে রইলে কেন। এস শোও। বাবা এলে আমি উঠে দুয়ার খুলে দেব।

ঘুম আসে না। দু'দু'টো সোমথথ মেয়ে ঘরে। একটা আবার দিনভর উড় উড়। খালি ঘাটে যাবার বায়না। ওসব কি আর আমি বুঝি না। ও বয়সতো আমারও ছিল।

রাতের প্রহর গড়িয়ে চলে। মধ্যপ্রহরে দূরে পায়ের শব্দ শুনে উঠে কূপি জ্বালায় তারামনি। হাতে খালই নিয়ে ঘরে ঢোকে মথুর। আজ বেশ ভাল মাছ পড়েছে জালে। ছিপে কয়েকখান গোলসা উঠেছিল। নিয়ে এলাম। মাছ খালি ধরি, খেতে তো পাইনে।

বিজনকে সাথে আনলে না কেন?

বলেছিলাম। বলল পরনের কাপড় বড় নোংরা। আজকাল ছেলেটার পরিষ্কার অপরিষ্কারের বোধ জন্মেছে। অমন হয় তোমাকে বিয়ে করার আগে আমারও হয়েছিল। তোমাদের বাড়ীর সীমানা ডিঙ্গোতাম না আমি ময়লা কাপড়ে।

শোন কাল খুব ভাল করে ঝাল দিয়ে মাছ রাঁধব। তুমি বিজনকে নিয়ে এস। আর কালই বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেল। কাল লগ্ন নেই। থাকলে কালই শুভ কাজটা শেষ করে দিতাম।

অবাক চোখে তাকায় মথুর। তুমি হঠাৎ এমন অস্থির হলে কেন? কিছু ঘটেছে?

হঠাৎ কোথায়! এ সম্বন্ধের কথা কি নতুন নাকি?

কিন্তু মেয়ের মত?

মত আছে ধরে নাও। তোমার সাথে বিয়ের সময় আমার মত কে নিয়েছিল?

পরদিন বিকেল হওয়ামাত্র উঠানে দাঁড়াল ইন্দু। দিদির দিকে তাকিয়ে গোরী বুঝাল কালকের সেই জিনিসটা পরেছে ইন্দু। ইন্দু বলল, মা জল নিয়ে আসি।

আজ জল আনা লাগবে না। জল নিজেই সব এনে রেখেছি।

কই এই কলসি যে খালি বলে বারান্দার একটা খালি কলসি কাঁখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দু। তারমনি অবাক! দুপুরে এই কলসি ভরে জল তিনি নিজেই এনেছেন। তার মানে তার অতি চতুর মেয়ে সে জল নিজেই ঢেলে ফেলেছে। মায়ের সাথেও চতুরতার মানে কি! কি আছে নদীর ঘাটে!

আজ আর গোরীকে বলতে হল না। সে নিজেই লুকিয়ে চলল ইন্দুর পিছু পিছু। কালকের মত আজও ঠোঁট আর পা রাঙালো ইন্দু, খোপায় জড়াল ফুলের মালা। অতি দ্রুত হাঁটতে শুরু করল পাগলীর কুঁড়ের দিকে।

পাগলীর তেল চিটচিটে কাঁথার উপর ইন্দু বসে আছে তো আছেই, শরীফের দেখা নেই। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

হতে শুরু করল। ইন্দু বার বার উঠে বাইরেটা দেখে আস গোরী। অনেকক্ষণ পর পাগলীর তেল চিটচিটে কাঁথার উপর শুয়ে পড়ল ইন্দু। ফুলে ফুলে কাঁদতে শুরু করল। তার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে বাইরে। আহারে দিদি বড় কষ্ট পাচ্ছে। গোরীর চোখে জল আসে। সে দিদিকে বড় ভালবাসে। কত ভালাবাসে আজই সে বুঝতে পারল। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল গোরী। দিদির পিঠে হাত রাখল। চমক উঠল ইন্দু। গোরী বলল, লুকোসনে দিদি। আমি সব জানি, সব দেখেছি।

ও আর কোন দিন আসবে না। ও একটা লম্পট।

ব্যাকুলভাবে গোরীকে জড়িয়ে ধরল ইন্দু। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। আমার কি হবে গোরী। কিছুই হবে না। তুই বিজনদাকে বিয়ে করে ফেল।

ওকে যে আমার ভাল লাগে না।

খাঁটি মানুষ তোর ভাল লাগবে কেন। তোর তো ভাল লাগে যত সব মুখোশধারী মানুষ। বিজনদা বড় ভালরে। তাছাড়া দিদি আমাদের কৈবর্তের মেয়েদের বিয়ে হওয়াই ভাগ্যের কথা। আর ভালমন্দে বাছ-বিচার কেউ করে না।

কিন্তু এতসব জেনে কি বিজন.....

বিয়ে করবে না বলছিস। না করাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে জেলে পল্লীতে বিয়ের পাত্রীর আকাল পড়েনি, কিন্তু পাত্রের সত্যিই আকাল। তবে কেন জানি আমার মন বলছে সব জেনেও বিজনদা তোকে বিয়ে করবে। কারণ ওর চোখে তোর জন্য ভালবাসা আছে।

গোলসা মাছের তরকারি রাঁধল তারামনি বড় যত্ন করে। মথুরকে বার বার বলে দিল, সে যেন অবশ্যই বিজনকে সাথে নিয়ে আসে। মেয়ের মতিগতি ভাল না। আজও সে কলসির পানি ঢেলে ফেলে ঘাটে গেছে। ঘাটে কি আছে কে জানে। মাঝরাতে বিজনকে নিয়ে ফিরল মথুর। গোরী মাকে বলল, আজ আমি হবু জামাইবাবুর সব কাজ করব। খাবার দেয়া, জল দেয়া বসান সব কাজ করব আমি। বিয়ের কথাটাও পাড়ব। তোমাদের মুরোদ তো দেখলাম। সেই কবে থেকে বিয়ে দেব বিয়ে দেব করছ কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছ না। আজ আমি একদিনে সব ঠিক করে দেব।

মা কি ভেবে যেন রাজি হলেন। তার এই মেয়েটি তেমন একটা বাজে কথা বলে না। বুদ্ধি-শুদ্ধি ইন্দুর চেয়ে ঢের বেশী। দাওয়ায় পানি ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে খাবার জোগাড় হল। বিজন ইন্দুর সন্ধানে বার বার ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। ইন্দু কোথায়? সেকি গোরীর হাতে খাবার জন্য এখানে এসেছে নাকি!

গোরী বলল, অতো ইতি উতি তাকানোর দরকার নেই গো হবু জামাইবাবু। আজ দিদি নয় আমাকে দেখ। ওকে তো দেখবে জীবনভর। মা-বাবা তোমরা একটু ভিতরে যাওগো। আমি ঘটকালিটা সেরে নিই। কিগো জামাইবাবু কেমন বোধ করছ? আমাকে কিন্তু এক ডজন লাল রেশমী চুড়ি দিতে হবে গো। এটা কিন্তু নগদ। বিয়ের পর তুমি বউ নিয়ে মেতে রইবে। আমার কথা তখন মনেও পড়বে না।

তারামনি আর মথুর ভিতরে সরে যায়। মেয়েটা বিয়ের কথা পাকা করতে চাইছে, করুক। শালী আর জামাইবাবু রঙ্গরসের মধ্যে দিয়ে যদি কথা পাকা করতে পারে মন্দ কি?

গোরী বলে, তোমাকে একটু উদার হতে হবেগো জামাইবাবু। অনেক কিছু শুনেও বিশ্বাস যাবে না। অনেক অকথা-কুকথা কানে নেবে না।

কি বল বুঝতে পারিনে?

তাহলে বুঝায়ে বলি। বোন আমার বোকার হদ্দ। বড় লোকের লাফাঙ্গা পোলা দেখে ভিমরতি হয়েছিল তার। তোমার ভালবাসা ভরা চোখ দেখেও দেখে নাই এখন তার চোখ খুলেছে, ভুল বুঝেছে। তোমার দিকে

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

ভালবাসার চোখ মেলে চেয়েছে। বুজলাম না। আরো এব

শরীফ, রমজান মায়মালের ছেলে তারে বিশ্বাস করেছিল দিদি। ভুল বিশ্বাস। এখন আর তারে বিশ্বাস করে না দিদি। তোমাকে বিশ্বাস করে। আজ সাঁজে আমারে বলেছে সে কথা।

কুপির স্বল্প আলোয় বিজনের চোখে হীরের দ্যুতি খেলা করে। পরক্ষণে তা দপ করে নিভে যায়। সম্পর্ক কতদূর?

অনেক দূর। কিন্তু মানুষই তো সম্পর্ক গড়ে, ভাঙ্গে আবার নতুন সম্পর্কের জাল বোনে। আগের সম্পর্কের জাল ছিড়েছে। এখন থেকে শুধু তোমার সাথেই সম্পর্ক। তুমি কি বল? এটুকু উদার হতে পারবে না? সামনের বুধবার লগ্ন আছে। বিজন কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কি যেন ভাবে। তারপর দৃঢ়ভাবে মাথা তোলে। মানুষ না জানিয়ে কত কিছু করে। তোমরা জানালে, তোমরা ভাল মানুষ আমি রাজি।

ওই কথা বলে দিদিকে খোটা দিলে শোধ নেয়ার জন্য, আমাকে শায়েস্তা করার জন্য দিদির বুদ্ধিমান বোনতো রয়েছে।

পরের লগ্নে বিয়ে হয়ে যায় ইন্দু আর বিজনের। বিজন তার কথা রেখেছে। বিয়ে উপলক্ষে সে গোরীকে হাত বোঝাই রেশমী চুড়ি কিনে দিয়েছে।

নয়

আগামীকাল শবেবরাত। হোক না অন্য এলাকা। সেতো আর বিদেশ বিভুঁইয়ে আসেনি। এখানে তো তার মত ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরাই আছে। সিলেট-সুনামগঞ্জ এলাকার প্রকট সমস্যা হচ্ছে যার আছে তার প্রচুর আছে, যার নেই কিছুই নেই। রফিক ঠিক করল একজন সম্পন্ন লোকের বাড়িতে যাবে সে। রহমত শবেবরাত উপলক্ষে দু'দিনের ছুটি চাচ্ছে। রফিক শুনেছে ডুবুরিয়া গ্রামে কাশেম সাহেবের বাড়ি। তিনি সরকারের একজন উচ্চপস্থ কর্মকর্তা। ভেবে-চিন্তে রফিক ঠিক করল ডুবুরিয়ায় কাশেম সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে সে রহমতকে ছেড়ে দেবে। ডুবুরিয়ার কথা বলতেই চিনে ফেলল রহমত। তার সমীহের ভাব দেখে বোঝা গেল আশপাশের দশখানা গ্রামের সবাই কাশেম সাহেবকে এক ডাকে চেনে। রহমত মুখে বললও সে কথা ।

ডুবুরিয়ায় কাশেম সাহেবের বাড়ির চৌহদ্দিতে পা দিয়েই মন ভরে গেল রফিকের। বিশাল এলাকা জুড়ে বিরাট বাড়ি। কত যে ঘরদোর তার হিসেব নেই। কিন্তু বাড়ীটা সুনাশন মনে হল। রহমত তাকে নিয়ে গেল বৈঠক ঘরের পাশে। রফিক বলল, একটু ডাক-টাক দেও।

কই কোথায় আপনার বাড়িতে মেহমান এসেছে। ঢাকার মেহমান। বড় স্যার।

ডাক দেয়ামাত্র বেরিয়ে এল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক। রফিককে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভাবখানা এমন যে কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে বুঝে উঠতে পারছে না। ব্যস্তভাবে একবার চেয়ার টেনে দিচ্ছে, একবার চৌকিতে বসতে বলছে।

রফিক সঙ্কোচের সাথে বলল এটা কি কাশেম সাহেবের বাড়ি। ওনার বাড়ি শুনেই এলাম।

ঠিকই শুনেছেন এটা ওনারই বাড়ি। আপনি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছেন। কাশেম সাহেব আমার চাচা। আমার নাম জয়নাল।

জয়নাল সাহেব এখানে কি দু'একদিন থাকা যাবে? মানে কাল শবেবরাত তো। তাছাড়া আমার পিয়নটাও ছুটি চাচ্ছে। আলবৎ যাবে। এখানে থাকা যাবে নাতো যাবে কোথায়। এ এলাকায় থাকাতো দূরের কথা বসার জায়গাও আর নেই। আপনি বসেন আমি ভিতর বাড়িতে গিয়ে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে বলে আসি।

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

জয়নাল ভেতরে যায়। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে রফিক ব
দু'দিনেরই কিন্তু ছুটি। দু'দিন পর ঠিকমত চলে আসবে। নইলে কিন্তু আমি বিপদে পড়ব।

কি যে আপনি বলেন স্যার। আমরা সিলেটি লোকরা কারো অধীনে কাজ করি না। তবে আপনি যখন আমাদের কাজে এসেছেন আর আমি আপনার কাছে চাকরি নিয়েছি, তখন একদম ঠিকঠাক চলে আসব আমি। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে।

ঘরের একপাশে বিছানা বালিশ সুটকেস রেখে চলে গেল রহমত। রফিক গভীর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক শেষ পর্যন্ত তাহলে ভাল একটা আশ্রয় জুটল। শবেবরাতের দিনটাতে তাকে অন্তত কষ্ট করতে হবে না। ছোট্ট করে একটা শ্বাস লুকালো রফিক। নিশি তুমি কি জানো আমি এখন কোথায়! তুমি কি জানো আমি এই হাওড়ের বুকে অজগাঁয়ে বসে তোমার একান্ত আপন মুখখানাই বার বার স্মরণ করছি।

এক জগ পানি নিয়ে বেরিয়ে এল জয়নাল। হাতমুখ ধুয়ে নেন স্যার। ভিতরে রান্নার জোগাড় হচ্ছে। ভাত আর ডিম ভাজা। দুপুরের ট্যাংরা মাছের তরকারিও আছে। এতরাতে আর কিছু সম্ভব না। কাল ভালমন্দ হবে।

রফিক হাসে। আপনি যা করেছেন তাই-ই আমার জন্য যথেষ্ট। আসেন দু'চারটে কথা বলি।

রফিক হাত-মুখ ধুয়ে মুছে খাটের উপর জাঁকিয়ে বসে। বললেন আপনি কাশেম সাহেবের ভাতিজা। তা কি করেন আপনি?

লগ্নী ব্যবসা স্যার। এ ব্যবসার মত ভাল ব্যবসা আর নেই। এই সময় মানে ফাল্গুন-চৈত্র মাস অভাবের সময়। কৃষকেরা এ সময় অভাবের শেষ পর্যায়ে থাকে। এ সময় চড়া সুদে লগ্নী হয় স্যার। এখন কেউ পাঁচ পারি ধান দিলে বৈশাখে পায় দশ পারি। পাঁচ হাজার দিলে তিন মাস পরে নগদ দশ হাজার। যাকগে স্যার কি বোকার মত আপনাকে কখথাগুলো বলছি আমি। আপনি কি আর খোঁজ-খবর না নিয়ে ঢাকা থেকে এসেছেন।

জয়নালের কথা ঠিক বুঝতে পারে না রফিক। বলে এই গ্রামে আপনার ভাল লাগে। আপনি লেখাপড়া শিখলেন না কেন? আপনিতো ইচ্ছে করলে সিলেট বা ঢাকা থেকে পড়তে পারতেন।

তাইতো ছিলাম স্যার। সিলেটে থেকে ক্লাস টেনে পড়তাম। পাশেই ছিল মেয়েদের কলেজ। এক মেয়েকে দেখে খুবই ভাল লাগল। একদিন বললাম, ভালবাসি। তা জানেন স্যার কি জাঁহাবাজ মেয়ে আমাকে মানুষজনের সামনে থাপ্পড় মারল। আমারও জিদ চেপে গেল স্যার। আব্বাকে বললাম মোটর সাইকেল কিনে দিতে হবে। ভর্তি হয়ে গেলাম কারাতে জুডোর স্কুলে। ব্লাক বেল্ট পেয়ে গেলাম। মোটর সাইকেল কেনা হয়ে গেছে ততদিনে। কলেজের চার পাশে মোটর সাইকেল নিয়ে দিনরাত ঘুরি। পড়ালেখা মাথায় উঠেছে। একদিন মেয়েটা কলেজ থেকে বেরুচ্ছে। আমি দ্রুত মোটর সাইকলে নিয়ে গেলাম তার পাশে। হ্যাচকা টানে তুলে নিলাম মোটর সাইকেলে। সেখান থেকে সোজা গেলাম ঢাকায়। উঠলাম হোটেলে। মেয়ের বাবা কেস দিল। দিন সাতেক পরে ধরা পড়লাম মেয়ে সমেত। কোর্টে সবাই বলল বিয়ে করে ফেলতে। মেয়ের বাবা-মাও রাজি হয়ে গিয়েছিল বাধ্য হয়ে। আমাদের তরফও রাজি। কিন্তু আশ্চর্য জিদ মেয়ের, সে রাজি হল না। কোর্টে দাঁড়িয়ে বলল ওই বদমায়েশ ছেলেটাকে আমি বিয়ে করব না। আমার জেল হল। মেয়েকে নিয়ে গেল তার বাবা-মা। কয়েকদিন পরে চাচা তদবির করে আমাকে বের করে আনলেন।

রফিক রুদ্ধশ্বাসে জয়নালের গল্প শুনছিল। এই ছোটখাট ছেলেটাকে দেখে মনে হয় না জীবনে এমন দুঃসাহসী কাজ সে করেছে।

রফিক বলল, আপনি বিয়ে করেছেন?

অবশ্যই স্যার।

আর সেই মেয়েটা?

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

সে এক কেচ্ছা স্যার। আমাকে বদমায়েশ বলে তো বাপ-ম
বাড়িতে যাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন সমাজ কেউ তাকে গ্রহণ করল না। সবাই আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, ওই যে ওই বিউটিকে জয়নাল উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাতদিন হোটেলে রেখেছিল।

তারপর?

তারপর আর কি স্যার। সে মেয়ে এখন বদ্ধ উন্মাদ। আছে পাবনা মেন্টালে। যেমন কর্ম তার তেমন ফল। কর্মফল বলে একটা কথা আছে না স্যার।

রফিক চুপ করে রইল। ভাবল কার কর্মফল কে ভোগ করে। জয়নালের মুখটাকে এখন হায়েনার মুখের মত মনে হচ্ছে। এই জয়নালের সান্নিধ্যে তাকে দু'দিন কাটাতে হবে। এ বাড়িতে খেতে হবে। বড় ভুল হয়ে গেল। পিয়নটাকেও ছেড়ে দেয়া হল।

জয়নাল উঠল। বসেন স্যার। ভেতরে দেখে আসি আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কদ্দূর হল। খাওয়ার পর আপনার সাথে আসল আলাপ হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল জয়নাল। সামান্য দেরি স্যার। আপনার জন্য স্পেশাল একটা জিনিস রান্না করছে আমার স্ত্রী। স্যার আপনার কি ক্ষুধা পেয়েছে?

ক্ষুধা রফিকের পেয়েছে প্রচণ্ড। কিন্তু সেই কথা কি জয়নালকে বলা যায়।

না না করে উঠল রফিক।

জয়নাল বলল খাবার আসতে যখন একটু দেরি হচ্ছে আমার আসল কথাটা সেরে নিই। আপনি কত টাকা লগ্নী করতে এসেছেন স্যার।

রফিক ব্যাপারটা বুঝতে চাইল। বলল, কত লগ্নী করলে কত দেবেন?

যা করবেন তিন মাস পরে তার দ্বিগুণ। এসব তো আপনার জানাই স্যার।

তাতো বুঝলাম। কোন লেখাপড়া?

লেখাপড়ার দরকার কি সাক্ষী আছে না। আপনি দু'মিনিট বসেন স্যার।

দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে গেল জয়নাল। ফিরে এল আরো দ্রুত। সাথে তিনজন লোক। তিনজনই সমস্বরে বলল, জয়নাল লেনদেনের ব্যাপারে সাচ্চা লোক। বছর পাঁচেক ধরে লেনদেনের ব্যবসা করছে। কখনও কোন সমস্যা হয়নি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে লগ্নী করে যেতে পারেন। তিন মাস পরে এলে চোখবুজে দ্বিগুণ টাকা পেয়ে যাবেন। কোন রকম সমস্যা হবে না। আমরা সাক্ষী রইলাম।

রফিক লোকগুলোকে বসতে বলল। তারপর ধীরে ধীরে বলল আপনারা ভুল বুঝেছেন। আমি এখানে লগ্নী করতে আসিনি। আমি এসেছি একটা প্রজেক্ট নিয়ে। আমার প্রজেক্টের নাম কজেস অব ল্যান্ডলেসনেস। মানে মানুষ দিনে দিনে কিভাবে ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে, এই ভূমিহীন হওয়ার কারণ কি, এসব কারণ উদঘাটন করাই আমার প্রজেক্টের লক্ষ্য। আমি এসেছি আপনাদের এলাকার দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করতে। এ ধরনের লগ্নী করা ভাল নয়। এতে ধনী আরো ধনী হয়। দরিদ্র কৃষক হয়ে পড়ে নিস্ব। আপনারা নিশ্চয়ই গ্রামীণ ব্যাংকের ডঃ ইউনুসের নাম শুনেছেন? ওনার সাথে আমার ভাল সম্পর্ক আছে। আমি ভাবছি ঢাকায় ফিরে ওনাকে বলব জয়কলসে গ্রামীণ ব্যাংকের একটা শাখা খুলতে। তাতে এ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে।

যে তিনজন লোক এসেছিল তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেল। এর দু'এক মিনিট পরে উঠে গেল জয়নাল। আশ্বর্য কেউ কোন কথাও বলল না।

রফিক বসে আছে তো আছেই। খাবার আসার নাম নেই। ক্ষিকেয় আধমরা হবার জোগাড়। রাত ধীরে ধীরে

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

নিষুতি হল। ভিতর বাড়ীতে আলো নিভে গেল এক সময়

এমন সময় বেড়ার ধারে কার যেন পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন বেড়া ফাঁক করল একটু। শুধু দুটো চোখের মণি দেখা গেল অন্ধকারে। সেই চোখ জ্বলা আগন্তুক বলল, আপনি এখনই চলে যান স্যার। জয়নাল আপনাকে খুন করার জন্য মানুষ ঠিক করতে গেছে।

কিন্তু কেন?

আপনি ওর স্বার্থে ঘা দিয়েছেন। অতো কথার সময় নেই স্যার। আপনার সময় বড় কম।

আপনি কে?

আমি একজন ভূমিহীন কৃষক।

কিন্তু আমি যে পথ চিনি না।

আমার পেছন পেছন আসুন। তবে কতদূর যেতে পারব জানিনে।

রফিক দ্রুত সুটকেস পিঠে তুলে নিল। বিছানা নেয়ার অবস্থা এখন নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ আর নেই। এখন একমাত্র তাড়না বাঁচার তাড়না।

অচেনা ত্রাণকর্তার পিছু পিচু হাঁটছে রফিক। এক সময় দূর থেকে আলো দেখা গেল। মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। হারিয়ে গেল ত্রাণকর্তা। যাবার আগে অনুচ্ছ কণ্ঠে বলল, বামে বামে। বামে কতক্ষণ হেঁটেছে জানে না। এক সময় গভীর জঙ্গলে এক কুঁড়েতে হাজির হল রফিক। ক্ষীয়মান চাঁদের আলোয় সে দেখল তেল চিটচিটে কাঁথার উপর ঘুমিয়ে আছে এক বুড়ি। রফিক বুঝল এই সেই সিধু পাগলী। এর কথা সে শুনছে লোকমুখে। ঝপ করে সুটকেস পড়ে গেল পিট থেকে। সে শব্দে চমকে ঘুম থেকে উঠল পাগলী। রফিকের দিকে তাকালো, ফোকলা দাঁতে হাসল। তোর ভয় নেই। আমি সব জানি। ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি। খাবি। মুড়ি আছে। গোগ্রাসে মুড়ি চিবাতে শুরু করল রফিক।

পরদিন ঢাকার পথে রওনা হল। নিশি ঠিকই বলেছে ঢাকায় থেকেই তার চাকরির চেষ্টা করা উচিত। দেশের মানুষের সার্বিক চিন্তা-চেতনায় চেন্স না আসলে ওসব প্রজেক্ট করে কিছুই হবে না।

দশ

ঢাকায় এসে নিশির খোঁজ করল রফিক। প্রথমে গোপনে খোঁজ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে একদিন নিশির মামার বাড়িতেই চলে গেল। ওকে না দেখে যে এক মুহূর্তও কাটছে না রফিকের।

মামী বলল, ও তুমি বুঝি নিশির সাথে পড়। তা দু'দিন আগে এলে পেতে। এইতো দুদিন আগে চলে গেল লন্ডনে। হঠাৎ করেই প্রস্তাবটা এল। পাত্রের বয়স একটু বেশি। কিন্তু ওরতো বরাবরই বড়লোক হবার সাধ ছিল। কি হল বাবা চললে যে। চা খাবে না?

না মামী আমাকে এখন সুনামগঞ্জের বাস ধরতে হবে। ওখানে অনেক কাজ ফেলে এসেছি।

—আফরোজা পারভীন

১৭/৩ সোবহানবাগ অফিসার্স কলোনী (নতুন)

ঢাকা-১২০৭ ফোন ঃ ৮১২৩৮২৬ (R) এ ১১৯৭৬৭ (R) ৭১৭২০২৮(০) ০১১-০৪৫৫৪৮৯ মোবাইল